
SARASWAT LIBRARY.
Estd:-1919.
MAKARDAH- HOWRAH.

— *শ্রীশ্রী* —

রাস-রসামৃত

[শ্রীমদ্ভাগবতের অন্তর্গত রাস-পঞ্চাধ্যায়ের
পদ্যানুবাদ]

অনুবাদক

শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায়

কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ

[illegible]

আর. পি. মিত্র এণ্ড সন্
৬৩, বিডন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

[মূল্য আট আন

প্রকাশক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ সরকার

Of Messrs R. P. Mitra & Son

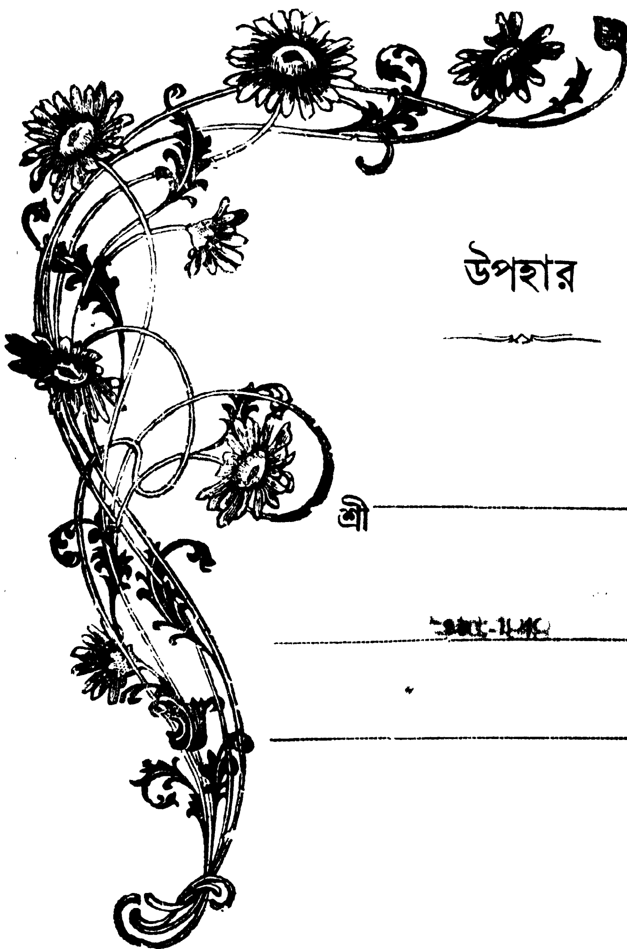
63, Beadon Street, Calcutta.

প্রিণ্টার—

শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র

এলম্ প্রেস,

৬৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



উপহার

শ্রী

প্রস্তাবনা

শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায় শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের মুকুট-মণি-স্বরূপ। হরিবংশ এবং বিষ্ণুপুরাণেও শ্রীভগবানের রাস-ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। ইহা সংসার-তাপ-দগ্ধ ভক্তজন-হৃদয়ে শান্তিধারা প্রবাহিত করিবার অমোঘ উপাদান। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বত্র পাঠক-সাধারণের পক্ষে সুলভ নহে। বিশেষতঃ ইহার ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, ভক্তিপূর্ণচিত্তে পরম পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি মনীষিগণের ব্যাখ্যায় নিহিত তত্ত্বগুলি ভাল করিয়া অবগত হইতে হয়। সংস্কৃত-ভাষায় অধিকার না থাকিলে উহাতে প্রবেশলাভ করা যায় না। অধুনা ব্যাখ্যান বা কথকতা লুপ্তপ্রায়। এজন্য রাসলীলা কালোপযোগী করিয়া পদ্যে অনুবাদ করিবার প্রয়াস এই অক্ষম অধম ব্যক্তির প্রতি শ্রীভগবানের প্রেরণা মাত্র। কোনরূপ ব্যাখ্যা বা বিচারের অপেক্ষা না রাখিয়া ভক্তগণ যাহাতে লীলা-প্রসঙ্গ নিত্য পাঠ করিতে পারেন, এই পুস্তিকায় তাহাই লক্ষ্যের বিষয়।

পুরাণের অন্তর্নিহিত দার্শনিক তত্ত্বগুলি কবিতায় প্রকাশ করা সহজ-সাধ্য নহে। 'হৃষীকেশ', 'উরুক্রম', 'অধোক্ষজ', প্রভৃতি শব্দগুলির স্থলে ইচ্ছানুরূপ অন্য শব্দ ব্যবহার করিলে মহর্ষির শব্দ-নির্ব্বাচনের সার্থকতা থাকে না; ভাবও বিকৃত হইয়া যায়। আমি মূলের ভাবার্থ অক্ষুন্ন রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সুধীগণ মূল-পাঠের সহিত তুলনা করিয়া অবশ্যই ইহার দোষগুণ বিচার করিবেন।

আমার পরমসুহৃদ্ বীরভূম জেলা স্কুলের অন্যতম সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ মহাশয় প্রুফ দেখিয়া মূলের সঙ্গতি-রক্ষার্থ আমাকে বহু পরামর্শ দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম, ইতি।

স্থরি-কেন্দুয়া (বীরভূম)
ফাল্গুন, ১৩৪২ সাল

অনুবাদক।

হেমন্তকালে বৃন্দাবনের গোপকুমারীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার কামনায় প্রত্যহ দেবী কাত্যায়নীর পূজা করিতেন। সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের হৃদয়ের আবেগে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সমক্ষে আগমনপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন ঃ—

"যেই সাধ মনে দেবী-আরাধনে জেনেছি সাধ্বীগণ,
আমারে লভিতে অভিলাষ চিতে এ পূজার আয়োজন ;
তোমা-সবাকার আশা হৃদ্গত মোর অভিমত হয়,
হইবে সফল, না হ'বে বিফল জানিবে গো, নিশ্চয়।
মোর তরে কাম, ভোগের বাঁধন—কাম নহে কদাচন,
পক্ক ভৃষ্ট বীজ নাহি করে অঙ্কুর-প্রজনন।
পূর্ণ-আশা সব অবলা সতী গো, দেবীপূজাব্রত এবে,
আগামী রজনী-নিচয়ে সবাই আমা-সনে বিলসিবে।"

শ্রীভগবান্ শরৎ-পূর্ণিমার রজনীতে গোপীগণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বক্তা চিরব্রহ্মচারী ব্যাসনন্দন শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করাইতেছেন।

রাস-রসামৃত

১

অভিসারে

শুকদেব—

মল্লী-কুসুম ফুটি' সুশোভিত
হেরি শরতের দীর্ঘ রাতি,[১]
ভগবান্ হরি যোগমায়া[২] ধরি'
রতি-অভিলাষে উঠিল মাতি।

১। মূলে "তাঃ রাত্রীঃ" (সেই রাত্রি-সকলকে)—এই বহুবচনান্ত কর্ম্মপদের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বদত্ত বরে যে শরৎ-রজনীসমূহে গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইবেন, সেই প্রতিশ্রুত রজনীগুলি লক্ষিত হইতেছে। স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হইয়াও শ্রীভগবান্ সেই শরৎ-পূর্ণিমার রাত্রিতে যোগমায়া-বলে শতকোটী রাত্রি আনয়নপূর্ব্বক গোপীগণ-সঙ্গে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এজন্য টীকাকার 'দীর্ঘরাত্রি' পদের ব্যবহার করিয়াছেন। 'দীর্ঘরাত্রি' বলিতে 'ব্রহ্মরাত্রি'-পরিমিত কালও সূচিত হয়। ফলতঃ প্রকৃতিরূপা গোপীগণ সঙ্গে পরমপুরুষ শ্রীভগবানের এই অচিন্ত্য-লীলার কাল-নিরূপণ মনুষ্যের সাধ্যাতীত। বিশ্বময় এই লীলার প্রকাশ। তবে বলা যায়, "কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়।"

২। "তোষণী"-টীকাকার 'যোগমায়ার' অনেক প্রকার অর্থ করিয়া-

দীর্ঘ-বিরহ অবসানে যথা পাসরি সকল দুখ,
কুঙ্কুম-রাগে রাঙায় কান্ত, প্রেয়সীর চাঁদমুখ ;
তারাপতি[১] তথা হইয়া উদিত বিথারিল অরুণিমা,[২]
জগৎ-জনের শোক তাপ মুছি' ঢালে কত মধুরিমা—
প্রাচীদিক্-বধূ-বিকচ-বয়ান রাঙাইয়া নিজ করে,
ইঙ্গিত করে কৃষ্ণে তথায় গোপিকা-বিলাস-তরে।

পূর্ণ,[৩] নবীন-কুঙ্কুমারুণ সেই কুমুদের নাথ,[৪]
রমা-আননের শোভা-সম্ভার বিরাজে তাহার সাথ ;
কোমল তাহার কিরণ-ধারায় উজল বৃন্দাবন,—
হেরিয়া হরির বিপুল হর্ষে ভরিয়া উঠিল মন ;

ছেন। সামান্যতঃ 'যোগমায়া' অর্থে শ্রীভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি ; যাহা-দ্বারা দুর্ঘট ঘটনাও সম্ভব হইয়া থাকে, ইহা বুঝিতে হয়।

১। "উড়ুরাজ" মূলের পাঠ। তারকারাজির মধ্যে চন্দ্রের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণও গোপীমণ্ডলী-মধ্যে শোভমান হউন, এই ইঙ্গিত করাই এই পদের অভিপ্রায়।

২। বিথারিল—বিস্তার করিল। অরুণিমা—লৌহিত্য।

৩। মূলে "অখণ্ড-মণ্ডল" পাঠ আছে। তাহার অর্থ, ষোলকলায় পরিপূর্ণ।

৪। "কুমুদ্বন্ত" মূলের পাঠ। ইহার অর্থ "চন্দ্র"।

বাঁশরীর তানে তখনি ঠাকুর গাহিলেন কল-গান[১],
বাম-আঁখি[২] যত গোপরমণীর মন হরে সেই তান।

মদন-দীপন সে সঙ্গীত শুনি' ব্রজের অবলাগণ,
ধাইল অমনি কান্তের পাশে হ'য়ে তাহে হৃতমন ;
কানে কুণ্ডল সঘনে তা'দের দুলিছে গতির সনে,
কেহ কারে নাহি জানায়ে উত্তম চলে সবে একমনে।

নিরত দুগ্ধ-আবর্ত্তনে যে, ছাড়ে তা' শুনিয়া গীত,
ধেনুর দোহন পরিহরি কেহ ছুটিল আচম্বিত ;
গোধূম-চূর্ণ পাক করি' কেহ রাখিয়াই চুলী'পর,
উৎসুকমতি বিহ্বল অতি গোপী সব ছাড়ে ঘর।
সারা না হইল গৃহকাজ তায় বারেক না ভাবি' মনে,
চলে অভিসারে আভীর-রমণী মিলিতে বঁধুয়া-সনে।

স্বজনে অন্ন দিতেছিল যেই—ছাড়িল পরিবেশন,
শিশুরে দুগ্ধ পিয়াইতে রতা—ত্যজিল কোলের ধন ;
পতি-শুশ্রূষা তেয়াগিল সতী—জগৎ-পতির আশে,
ঠেলিয়া পাতের অন্নের গ্রাস, সবে ছাড়ে গৃহবাসে।

১। কল—মধুর।
২। বাম—মনোহর। বাম আঁখি যাঁহাদের।

চূয়া-চন্দন অঙ্গে লেপন অথবা কাজল পরা,
না হইতে সারা উধাও তাহারা বাঁশীরবে মাতোয়ারা,
গমনেতে ত্বরা, বেশ-ভূষা পরা—সবি হ'ল বিপরীত,
হস্তের ভূষণ পায়েতে ধরিল এহেন ভ্রান্তচিত[1]।

ভাই, বন্ধু, জ্ঞাতি, জনক ও পতি—সবে করে নিবারণ,
গোবিন্দ-হৃত-পরাণে মোহিতা ফিরিল না স্বভবন ;
গৃহকোণে যত রুদ্ধ অবলা না লভি' নির্গমন,
তন্ময়-প্রাণে কৃষ্ণ-ধেয়ানে রহে মুদি' দু'নয়ন।

১। তুলনা করুন,—

* * *

"হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলি-গান পঞ্চম তান
কুলবতি-চিত চোরণি॥

শুনত গোপি প্রেম রোপি
মনহি মনহি আপন সোঁপি
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলিক কল লোলনি।

বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥

শিথিল-ছন্দ নিবিক বন্ধ
বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ
খসত বসন রসন চোলি
গলিত বেণি লোলনি।"

ইত্যাদি।

—গোবিন্দদাস।

প্রিয়তম-হারা সহিতে না পারে দারুণ বিরহ-জ্বালা,
তাহার তীব্র তাপে যত পাপ দগ্ধ করিল বালা ;
ধেয়ান-যোগেতে আলিঙ্গনেতে অচ্যুতে পেয়ে বুকে,
পূর্ব্ব পুণ্য তুচ্ছ মানিল তাহার পরম সুখে[১]।

জার[২]-বোধে হ'ল চিত্ত-মাঝারে পরমাত্মার যোগ,[৩]
তবুও সদ্য মুক্ত-বাঁধন, টুটিল করম-ভোগ ;

১। গোপীগণের যত-কিছু অশুভ, সমস্তই বিনষ্ট হইল এবং মঙ্গলেরও ক্ষয় হইল।—মূল শ্লোকে এই ভাব বিদ্যমান। ইহার তাৎপর্য্য—ভক্তি-যোগে প্রারব্ধ (পূর্ব্বজন্মের ফলোন্মুখ) এবং সঞ্চিত (পূর্ব্বজন্মের অফলোন্মুখ)—উভয় প্রকারের কর্ম্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইয়া গোপীগণ সদ্যঃই মুক্তাত্মা হইলেন। ভোগের অপেক্ষা রহিল না। অথবা দারুণ ভগবদ্‌বিরহ তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান থাকায়, অন্য অশুভ বা পাপ তথায় স্থান পাইল না। পক্ষান্তরে শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে পাইয়া চিন্ময়-ভাবের উদ্ভাসনে যে পরানন্দ লাভ হইল, তাহাতে বিষয়সুখ বা নির্ব্বিষয় ব্রহ্মানন্দরূপ মঙ্গল অকিঞ্চিৎকর হইয়া তাঁহাদের হৃদয় অধিকার করিতে পারিল না। এই-রূপে অমঙ্গল (পাপ) ও মঙ্গল (পুণ্য)—উভয়ই দূর হইল।

২। জার—উপপতি।

৩। পদার্থের ক্রিয়াশক্তি বুদ্ধির উপরে নির্ভর করে না। রোগীকে কোনরূপ জানিতে না দিয়াও (মিষ্টবোধে) ঔষধ উদরস্থ করাইলে, যেমন তাহার ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ জার-জ্ঞানেও ভগবৎ-সম্পর্কে গোপীদিগের মুক্তি ঘটিয়াছিল।

মায়াময় দেহ[১] ত্যজিয়া তাহারা মুক্তি লভিল এবে,
শুনি বিস্মিত নৃপতি তখন শুধালেন শুকদেবে।

পরীক্ষিৎ—

ব্রহ্ম-স্বরূপ না ভাবি কৃষ্ণে কান্ত ভাবিল যারা,
মায়ার প্রবাহ[২] সংসার হ'তে কিরূপে মুক্ত তারা ?
বল ওগো মুনি, সত্য সে বাণী, দূর কর সংশয়,
বিষয়েতে[৩] মতি সতত যা'দের, তারা কেন ত্রাণ পায় ?

১। "গুণময় দেহ" বলিয়া মূলে উল্লেখ আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সম্মিলিত নাম 'প্রকৃতি'। প্রকৃতির অপর নাম 'মায়া' বা 'অবিদ্যা'। প্রাণীর দেহও প্রকৃতিরই বিকার। সুতরাং অনুবাদে 'মায়াময় দেহ' লেখা হইল।

২। "গুণপ্রবাহ" মূলের পাঠ। সংসার = ভব ; বাসনাবশে পুনঃ পুনঃ গতাগতি। গুণবিষয়ে নির্বিকার হইলেই জীব মুক্ত। তখন সংসার-প্রবাহ থাকে না। আত্মসাক্ষাৎ জন্যই গুণবৈতৃষ্ণ্য জন্মে—'তৎপরং পুরুষখ্যাতেগু র্ণবৈতৃষ্ণ্যম্।'—পাতঞ্জল, ১।১৬।

৩। মূলে "গুণ-ধিয়াং" পাঠ দেখা যায়। অর্থ—গুণ-বিষয়ক জ্ঞান যাহাদের আছে। গুণ-অর্থে প্রকৃতিকে বলা হয়। ঐ প্রকৃতির বিকার-সম্ভূত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রসাদিকে 'বিষয়' বলে। বিষয়সুখবোধ হৃদয় হইতে দূর না হইলে মুক্তিলাভ হয় না।

শুকদেব—

মহারাজ, আমি পূর্ব্বে তোমায় বলেছিনু এই কথা,
বিদ্বেষি' হৃষীকেশেও চেদীশ[১] সিদ্ধি লভিল যথা :
ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-অতীত[২] হরির প্রিয় এ গোপিকাচয়
কৃষ্ণ-পরাণ, সিদ্ধি তা'দের বলিতে কি আর হয় ?

বুদ্ধি-মনের অগোচর[৩] সেই ভগবান্ অবিকার,
গুণত্রয়ের নিয়ামক তবু বশীভূত নয় তা'র ;
কর্ম্ম-অধীন নহে কভু তিনি ; তবু নর-শুভ[৪]-তরে,
যুগে যুগে নৃপ, অবনী-মাঝারে হরি নরদেহ ধরে।

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ বা ঐক্য
কিংবা সুহৃদ্-ভাবেতে যারা
হরি-চিন্তায় নিরত নিয়ত
হরি-ময়-প্রাণ হয় ত তারা।

১। চেদীশ—চেদিরাজ। দমঘোষের পুত্র শিশুপাল।

২। মূলের পাঠ—"অধোক্ষজ"।

৩। মূলে "অপ্রমেয়" ও "নির্গুণ" বলা হইয়াছে। নির্গুণ অর্থে গুণাদিতে বিকারশূন্য। অতএব অনুবাদে 'অবিকার' শব্দ গৃহীত হইল।

৪। "নিঃশ্রেয়স" মূলের পাঠ। তাহার অর্থ—'আত্যন্তিক মঙ্গল' বা 'অভীষ্ট'।

যোগেশের ঈশ জন্ম-রহিত
শ্রীভগবানে—
উচিত নয় গো হেন বিস্ময়
তোমার মনে ;
যাঁর হ'তে ভবে নিখিল জীবের
মুক্তি হয়,
তাঁর প্রিয়জন মুক্ত ; এ কথা
অধিক নয় !

*　　*　　*

নিকটে তা'দের সমাগত হেরি' তখন বাগ্মিবর
বচন-বিলাসে করিয়া মুগ্ধ শুধা'লেন তারপর !

শ্রীভগবান্—

এস এস ওগো মহাভাগাগণ ! সুখে ত এসেছ সবে ?
কি হিত সাধিব আমি তোমাদের তাই বল শুনি তবে।
ব্রজের কুশল-বার্ত্তা বল গো, ঘটেনি ত অকুশল ?—
কোন্ প্রয়োজনে আসিলে হেথায় ত্বরা করি তাহা বল।
ঘোরা এ রজনী সুমধ্যাগণ ! ঘোর জীবগণে ভরা,
অবলাদিগের স্থান নহে এ ত, যাও গো ব্রজেতে ত্বরা।

পিতা, সুত, মাতা, পতি আর ভ্রাতা তোমাদের সব এবে,
খুঁজিছে এখন হেন লয় মন, না দেখিয়া তোমা সবে ;
স্বজনের ভয় ক'রো না উদয়, ফের গো গোকুলপুর,
দেখিবার যাহা, দেখিলে ত তাহা—কামনা হইল দূর।

দেখা হ'ল বন পুষ্পে শোভন
রাকেশ[১]-কিরণে রঞ্জিত
যমুনা-অনিল বহিয়া সলীল
তরু-কিশলয় কম্পিত[২]।

১। রকেশ—রাকা=পূর্ণচন্দ্র ; শরতের নির্ম্মল চন্দ্র।

২। তুলনা করুন,—

"নব নব যুবতি ছাড়ি সব নিজ পতি
নিশি কানন পরবেশ।
অব অনুমানিএ গুরুজন ঢুড়ত
ঘর বাহির দুরদেশ ॥

সুন্দরি চলু সব নিজপতি পাশ।
কুলবতি নারি ঘোরতর যামিনী
অনুচিত কানন-বাস ॥

কিএ কুসুমিত বন হেরইতে আওলি
কিএ মঝু দরশন আশে।
পূরল সকল মনোরথ জানিএ
অব চলু নিজ নিজ বাসে ॥" —দীনবন্ধু দাস।

ব্রজে যাও যাও, ওগো সতীগণ! দেরি না করিয়া আর
পতির শুশ্রূষা কর নিজ ঘরে ফিরি' গিয়া এইবার ;
শিশু-সন্তান কাঁদে তোমাদের, বৎস ফুকারি' মরে,
পিয়াও স্তন্য শিশুরে এখন, গাভী দুহ গিয়া ঘরে।

আমার লাগিয়া প্রীতি-পরবশ হ'য়ে থাকে যদি মন,—
আসিয়াছ তাই আমার সকাশে দোষ নহে কদাচন ;
আমাতে নিখিল জীবের প্রীতি সহজেই উপজয়,
আমাতে চিত্ত অর্পিয়া শুভ করিয়াছ নিশ্চয়।

অকপটে পতি-শুশ্রূষা হয় নারীর ধর্ম্ম সার।
শ্বশুর, শ্বশ্রূ, দেবরাদি যত পরিজন রহে তা'র ;—
তা'দের সেবায় পরম যত্ন, সন্তান-সুপালন,
কল্যাণীগণ, ধর্ম্ম নারীর এই হয় সনাতন[১]।

মহাপাপ-হেতু পতিত ভিন্ন[২] পতি যদি হয় দীন,
জড় বা বৃদ্ধ, অভাগা-আতুর, কদাচারে সদা লীন ;

১। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—প্রকারান্তরে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া শ্রীকৃষ্ণ ছলে বৈধ-ধর্ম্মাচরণের উপদেশ দিতেছেন।

২। ব্রহ্মহত্যা ইত্যাদি মহাপাতকে পতিত স্বামীর সম্পর্ক ত্যাগ

তথাপি নারীর নহে ত উচিত ছাড়িতে আপন পতি,
পুণ্য-লোকেতে যেতে হৃদয়েতে যদি তা'র থাকে মতি।
কুল-কামিনীর হেয় জার-সেবা ভয়াবহ দুখাধার,
সব ঠাঁই তাহে গ্লানি অযশ—রোধে স্বর্গের দ্বার।

মোর দর্শনে, ধেয়ানে কিংবা গুণ-কীর্ত্তনে আর,
শুনিলে চরিত কত ফললাভ, সঙ্গসুখ ত ছার।
অতএব সবে ফিরি' যাও এবে আপন আপন ঘরে,
নিদারুণ বাণী শুনিয়া এহেন গোপীদের আঁখি ঝরে।

প্রিয়তম মুখে হেন অপ্রিয় শুনি' বিষণ্ণ মন,
হতাশ-পরাণে চিন্তা-পাথারে মগ্ন গোপিকাগণ ;
শোকেতে তা'দের দীর্ঘ-নিশাস পড়িতেছে ঘন ঘন,
শুষ্ক তা'দের বিম্ব-অধর লাজে অবনতানন ;
নয়নের জল কাজলে ধুইয়া বক্ষে বহিয়া যায়,
কুঙ্কুম-রাগ পয়োধর হ'তে মুছিয়া যেতেছে তায় !

করিয়া দূর হইতে সেবা করিবার বিধি স্মৃতিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। তুলনীয় উক্তি :—

"কুলরমণীগণ নিজপতি সেবন
সফল বেদ পরমাণ।"
—দীনবন্ধু দাস।

পদনখে তা'রা ভূমির উপর কি লেখে উদাস-পারা[1],
অতি দুখভরে নির্ব্বাক্ হ'য়ে মুছিছে নয়ন-ধারা।

ত্যজিল কামনা হৃদয়ের যত, কৃষ্ণের লাগি যারা,
সে অনুরক্তা ব্রজের রমণী অশ্রুতে দিঠি[2]-হারা ;
কোপ-বিজড়িত গদগদ-ভাষে মুছিয়া নয়ন-নীরে—
প্রতিকূল-ভাষী প্রেষ্ঠ[3] কৃষ্ণে উত্তর দিল ধীরে।

১। টীকাকার বলেন, গোপীগণ পদনখদ্বারা ভূমি আলেখনপূর্ব্বক যেন বলিতেছেন, "হে পৃথিবি! তুমি বিদীর্ণা হও, আমরা তোমাতে প্রবেশ করি।" সমভাবাত্মক তুলনীয় পদ :—

"ঐছন বচন কহল যব কান।
ব্রজ-রমণীগণ সজল-নয়ান ॥
টুটল সবহুঁ মনোরথ-করণি।
অবনত-আননে নখে লিখু ধরণি ॥" ইত্যাদি।

—গোবিন্দদাস।

"কাজর লোরে ধোরি কুচ-কুঙ্কুম
পদনখে লেখই ধরণী ॥"

—দীনবন্ধু দাস।

২। দিঠি=দৃষ্টি।

৩। প্রেষ্ঠ=প্রিয়তম।

গোপীগণ—

হেন নিষ্ঠুর বচন কখনো সাজে না তোমার মুখে,
পাদমূল তব সেবি মোরা সব ছাড়িয়া বিষয়-সুখে ;
দুরবগ্রহ[১] ! বিভু, আমাদের দাও গো পদাশ্রয়,
দেবাদিপুরুষ সদয় যেমতি মোক্ষ-কামীতে হয়।[২]

পতি, সুত আর সুহৃদের সেবা নারীর ধর্ম্ম বলি'
বাখানিলে যাহা হে ধর্ম্মবিৎ, অবলা মোদের ছলি',—
তব সে ধর্ম্ম, ঈশ্বর তুমি,—তোমায় সেবিলে হয়,
পরাণের প্রিয় আত্মা দেহীর বঁধু তুমি নিশ্চয়।

আত্মার রূপে সদা প্রিয় বলি' জ্ঞানীরা তোমায় মানি',
তোমাতেই রতি ক'রে থাকে অতি—আমরা ইহাই জানি ;
দুখ-দাতা সব পতি সুত আদি—তা' লয়ে কি ফল হ'বে,
সদয় হও গো, পরমেশ্বর, আমাদের প্রতি তবে।

১। 'অবগ্রহ' অর্থে অনাবৃষ্টিকর মেঘকে বুঝায়। দুর্ উপসর্গ থাকায় কৃষ্ণকে অসদভিসন্ধিযুক্ত অনাবৃষ্টিকারী মেঘসদৃশ বলিয়া চাতকী-স্বরূপা গোপীগণ এইরূপ সম্বোধন করিতেছেন। অন্য অর্থে,—জ্ঞানের অতীত ; সহজ-দুর্লভ।

২। আদিপুরুষ—ব্রহ্ম, শ্রীভগবান্।

কত কাল ধরি' কত আশা মোরা
ধরিয়াছি হৃদে তোমার আশে :
ভেঙো না সে আশা কমল-লোচন
এই মগিতেছি, তোমার পাশে।

এতকাল ছিল গৃহেতে নিরত
মোদের সে চিত, লইলে কাড়ি,
গৃহ-কাজে বাঁধা ছিল হাত-ত্ু'টি
তাহাও সরালে হে পাপহারী :
তোমার চরণ-তল হ'তে নাথ,
পদও একপদ যেতে না চায়,
কেমনে যাইব গোকুলেতে ফিরি
কি করি, এখন বল গো তায়[১]।

হাসি-ভরা তব মোহন চাহনি মধুময় কলগান,
তোমার সঙ্গ-বাসনা-বহ্নি দহিতেছে মন-প্রাণ—

১। সমভাবাত্মক উক্তি :—
"তোঁহে সোঁপিত জিউ তুয়া রস পাব।
তুয়া পদ ছোড়ি অব কো কাহাঁ যাব॥"
—গোবিন্দদাস।

অধরের সুধা সিঞ্চি' বঁধু হে নিভাও এখন তায়,
নহিলে তীব্র বিরহ-দহনে সঁপিয়া এ ছার কায় ;
ধেয়ানে তোমার চরণ-প্রান্ত লভিব গো এইখন,
এর পর, মোরা ভাবিয়া মনেতে ইহাই করেছি পণ[১]।

রমারে দানিল সুখ উৎসব,
যে চরণ তব অব্জ-আঁখি,
পরশ অবধি সে রাঙা চরণ
মানস-আসনে যতনে রাখি—
অরণ্য[২]-জন-প্রিয়ধন ওগো
ছাড়ি এবে দেব, সে পদ-ছায়া,

১। তুলনা করুন, –

"গোপিনী বোলত কাতর-বদনে।
তুয়া পদ ছোড়ি পাদ নাহি পড়ই
কৈছনে যাওব সদনে॥
বেণু শুনাই চীত হরি মাধব
আনি রমণিগণ গহনে।
কৈতব অব যদি রভস উপেখবি
বিরহিণী পৈঠব দহনে॥"
—দীনবন্ধু দাস।

২। অরণ্য—বৃন্দারণ্য। অরণ্যজন—বৃন্দাবনবাসী।

নন্দিত তব সোহাগে, মোদের
কারো সাথ আর চাহে না কায়া।

কৃপা-কটাক্ষ পাবার বাসনা যার করে দেবগণ—
সেই কমলাও হৃদে আশ্রয় লাভ করি সারাখন,
তুলসীর[১] সহ ভক্ত-সেবিত চাহে পদাব্জ-রজ,
তাই মোরা সব পদরজ নিতে আইলাম ছাড়ি' ব্রজ

তেয়াগিয়া গেহ, পতিসুত সহ
কেবল তোমায় ভজিব ব'লে,
হে পাপ-নাশন, আইনু আমরা
সবাই তোমার চরণ-তলে ;
সুন্দর তব সহাস-চাহনি
তপ্ত-পরাণে জাগায় কাম,
কিঙ্করী তব হতে সাধ ওগো,
পুরাও বাসনা হ'য়ো না বাম ;
প্রসাদ বিতর আমাদের প্রতি
তাপিত পরাণ জুড়াক এবে—
এই নিবেদন পুরুষ-ভূষণ,
দাসী হ'য়ে রব তোমার সবে।

১। এস্থলে সপত্নীবোধে তুলসীর প্রতি ঈর্ষ্যা সূচিত হইতেছে

মুখ-মণ্ডল আবরিয়া তব রাজিছে অলকদাম,
হেমকুণ্ডল গণ্ড-উপরি শোভিতেছে অভিরাম ;
মধুর সহাস-চাহনি তোমার, অধরে অমিয়া ঝরে,
কমলা-রতির সার আশ্রয় তোমার বক্ষ 'পরে ;
ভক্তেরে সদা অভয় দানিছে তোমার যুগল কর,
নিরখিয়া তায় ও-চরণদাসী মোরা গো পরাৎপর !

তোমার বেণুর মূর্চ্ছনা-ভরা কলপদময়[1] গীত,
বিমোহিতা তাহে ত্রিলোকে কে নারী ত্যজে না গো কুলরীত ?
ত্রিলোক-সুভগ রূপটী তোমার দেখিয়া যে মনোহর,
মৃগ, পাখী, তরু, গবাদি পশুও পুলকিত-কলেবর।

দেবাদিপুরুষ ত্রিদিবের যথা রক্ষাকর্ত্তা হয়,
ব্রজের তরাস-আর্ত্তি-হরণে তোমার অভ্যুদয় ;
আর্ত্তের সখা, তাই বলি, তব রাখ হে কমল-কর,
কিঙ্করীদের তাপিত বক্ষে[2] আর এই শির 'পর।

শুকদেব—

যোগেশ্বরের যোগফলদাতা গোবিন্দ ভগবান্—
এ হেন প্রলাপ-বচনে গোপীর—সকরুণ তাঁর প্রাণ ;

১। সুশ্রাব্য পদযুক্ত।
২। "তপ্ত পয়োধরে" মূলসঙ্গত।

হাসিয়া সদয় সবাকার প্রতি তখনি আত্মারাম,
পরিতোষ সাধি' পূরিবারে রত সকল মনস্কাম।

প্রিয়ের দৃষ্টি লভিয়া তা'দের বদন ফুল্ল অতি,
পরিবেষ্টিত তাহাদের মাঝে শোভিলেন রমাপতি
প্রসাদ-হাসিতে দশনে হরির কুন্দ-কুসুম-ভাতি,
তারা-মাঝে রাজে যেন শশাঙ্ক উদার-লীলায় মাতি'

কীর্ত্তিত হ'য়ে গোপীকা-নিচয়ে এবে সে গোকুল-ধন,
কণ্ঠের মালা বৈজয়ন্তীতে[১] উজলিল সারা বন ;
শত বনিতার যূথ[২]-অধিপতি হরি গাহি' কত গীত,
ভ্রমিতে নিরত বনের মাঝারে হইয়া পরম প্রীত।

যমুনাপুলিনে কৃষ্ণ এবার করিলেন আগমন,
মিশি' তরঙ্গে কুমুদ-আমোদী[৩] বহে যেথা সমীরণ—
সে বায়ু-পরশে শীতল হয়েছে তটের বালুকাচয়,
কৃষ্ণ সেথায় গোপীগণে লয়ে সুখে কেলি আরভয়।

১। বৈজয়ন্তী—পঞ্চবর্ণ পুষ্পের দ্বারা গ্রথিত মালা।

২। যূথ—দল।

৩। আমোদ—সুগন্ধ। কুমুদের গন্ধে সুরভিত।

তুষিলেন নারী দু' হাত পসারি' প্রেমালিঙ্গন-দানে—
করে ধরি হরি দিকে দিকে ঘুরি কত নখাগ্র হানে ;
লীলা-কটাক্ষ, হাস-পরিহাসে প্রদীপ্ত করি কাম,
উরু, নীবি[১], কেশ করিয়া পরশ ক্রীড়য়ে আত্মারাম।

মহান্ আত্মা ভগবান্ সেই কৃষ্ণের মান পেয়ে,
গণে সুমানিনী আপনে রমণী ধরার নারীর চেয়ে।
গরবিণী হেরি কেশব তা'দের গর্ব্ব-বিনাশ-তরে,
কৃপা বিতরিয়া শান্ত করিতে লুকা'ল বনান্তরে।

———

১। নীবি—কটিদেশের বসনগ্রন্থি।

২

অন্বেষণে

শুকদেব—

সহসা লুকালে ভগবান্, সেথা ব্রজের রমণীগণ,
করে পরিতাপ বিবিধ বিলাপ না হেরি' কৃষ্ণধন ;
দলপতি-হারা করিণীর পারা বিহ্বল হ'য়ে কাঁদে,
শূন্য-পরাণে ধায় চারিদিকে হারায়ে গোকুল-চাঁদে।

কত যে সোহাগ, নয়ন-বিলাস, মনোরম আলাপন,
অঙ্গভঙ্গী, লীলা-বিভ্রম, মৃদুহাস অতুলন—
স্মরি' গুণ যত সে রমাপতির, হ'য়ে তদ্গত-মন,
অনুকৃতি করে গোপী সেই সেই কৃষ্ণের আচরণ।

প্রিয়ের চাহনি গতি আভাষণ, বদনে মধুর স্মিত,
মুগ্ধ গুণেতে কৃষ্ণ-প্রেয়সী কৃষ্ণাবিষ্টচিত—
কৃষ্ণ-পরাণী কৃষ্ণ-লীলায় মজিয়া অবলাচয়,
'আমি সে কৃষ্ণ' বলি বিভ্রমে দেয় নিজ পরিচয়[১]।

১। এখানে গোপীগণের 'সোঽহং' ভাবের উদয় দ্যোতিত হইতেছে।

বনে বনে ঘুরি' করে সন্ধান হইয়া সম্মিলিত,
উচুতানে গাহে উনমতা হেন, কৃষ্ণ-মহিমা-গীত ;
বহিরন্তরে আকাশের[1] মত ব্যাপ্ত যে চরাচরে,
সে পুরুষ লাগি' বনস্পতিরে[2] পুছে গোপী সকাতরে ।

(বৃক্ষগণের প্রতি)

"হে অশথ, বট, প্লক্ষ, তোমরা
নন্দ-সুতে কি দেখেছ হায় !
হাসিভরা প্রেম-দৃষ্টি হানিয়া
সে মোদের মন হরিয়া যায় ;
বল কুরবক, নাগ, চম্পক,
অশোক, নমেরু, বার্ত্তা তার,
মানিনী মোদের দর্প-হরণে
মন্দ-মধুর হাসিটী যার ।
সেই রামানুজ[3] এদিকে কি গেল ?
জান'ত দেখাও পথটী তার,

১। আকাশ—শূন্য ; ঘটে, পটে এবং উর্দ্ধ, অধঃ সর্ব্বত্র আকাশ বিদ্যমান ।

২। বনস্পতি—পুষ্পহীন ফলবান্ বৃক্ষ ; যথা, অশ্বত্থ, বট ইত্যাদি ।

৩। রামানুজ—রাম = বলরাম ; তাঁহার অনুজ ভ্রাতা কৃষ্ণ ।

বিরহে তাহার পরাণ ধরিতে
পারি না গো মোরা ক্ষণেক আর।
গোবিন্দ-পদ-প্রিয়া ও তুলসি,
কল্যাণি কি লো দেখেছ হরি,
অলিকুল-সাথে সেই প্রিয়তম
অচ্যুত গেল তোমায় ধরি'[১]।

মল্লি, মালতি, জাতি ও যূথিকে,
কহ লো সবাই মোদের কাছে,
কর-পরশনে মাধব তোদেরে
ভালবাসি' কি গো এদিকে গেছে ?

১। শ্রীভগবান্ অনুক্ষণ তুলসী ধারণ করিয়া থাকেন, এস্থলে ইহাই প্রকাশিত।

অনুরূপ উক্তি :—

"পনস পিয়াল চূতবর চম্পক অশোক বকুল নীপ।
একে একে পুছিয়া উত্তর না পাইয়া আওল তুলসি-সমীপ॥
জাতি যূথি নব-মল্লিক মালতি পুছল সজল-নয়ানে।
উত্তর না পাই সতিনি সম মানই দূরহি করল পয়ানে॥"

—উদ্ধব দাস।

হে চূত[১], পিয়াল, পনস, অসন,

হেথায় রয়েছ হে সহকার,

শ্রীফল, বকুল, নীপ, কদম্ব,

জম্বু, অর্ক, হে কোবিদার,...

যমুনা-তীরের বৃক্ষ-নিচয়

পর লাগি তোরা ধরিলি কায়,

রহিত-পরাণ বলে' দে মোদেরে

কোন্ পথ ধরি' কৃষ্ণ যায় ?"

(ধরণীর প্রতি)

"কেশব-শ্রীপদ-পরশোৎসব

পেলে ক্ষিতি, ওগো, কি তপ করি' ?

তৃণ-অঙ্কুর-রূপেতে পুলক

তোমার অঙ্গে প্রকট হেরি ;

এখনি কি তা'র পদের পরশে

এই সুখলাভ করিলে তুমি,

১। 'চূত' ও 'সহকার' অর্থে আম্রবৃক্ষকে বুঝায় বটে, কিন্তু ভিন্ন-জাতীয় বলিয়া নামভেদ করা হইয়াছে।

নীপ=ধূলিকদম্ব ; ইহার পুষ্প বৃহৎ, কদম্বের পুষ্প ক্ষুদ্র ও সুগন্ধযুক্ত।

বরাহ-বপুর[১] কোল পেয়ে বা সে
বামন-রূপীর চরণ[২] চুমি' ?"

(হরিণীর প্রতি)

"হে মৃগি ! প্রিয়ার সাথে অচ্যুত
এ দিকেতে কি গো আসিয়াছিল ?
দেহ-ভাতি তা'র নয়নে তোদের
এত যে হরষ আনিয়া দিল ?
প্রিয়ার বপুর সঙ্গমে হ'য়ে
কুচ-কুঙ্কুমে রঙিন হায়,
গোকুল-পতির কুন্দমালার
গন্ধে আকুল পবন ধায় !"

(ফলভরে নত তরুগণের প্রতি)

"ওগো তরুগণ ! প্রিয়ার কাঁধেতে সোহাগে রাখিয়া ভুজ,
পদ্ম লইয়া এদিকে যাইতে দেখিলে কি রামানুজ ?

১। সৃষ্টির প্রারম্ভে রসাতল হইতে শ্রীভগবান্ বরাহ-মূর্ত্তিতে ধরণীকে আলিঙ্গন করিয়া উত্তোলন করিয়াছিলেন।

২। মূলে "উরুক্রম" পাঠ আছে। বামন-অবতারে শ্রীভগবান্ ত্রিবিক্রম-প্রকাশ-কালীন পৃথিবীতে একটী পদ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। উরু = বিপুল। ক্রম = পদক্ষেপ।

তাহার গায়ের পরিমল লুটি' মদান্ধ ভ্রমর-চয়,
তুলসী তেয়াগি[1] পাছে পাছে তার সবে ধাবমান হয় ;
তোদের প্রণামে[2] হইয়া তুষ্ট হেথা কি আসিয়া হরি
অভিনন্দিত করিল তোদের প্রেম-নিরীখণ করি ?

(পরস্পরোক্তি)

বনস্পতির বাহু আলিঙ্গি' শোভিতেছে লতাগণ,
তবুও তাঁদের অঙ্গে পুলক জাগে সখি ! অনুখন ;
নিশ্চয় তার নখের পরশ[3] লভে এরা নিজ কায়,
নহিলে ত তাহা নাহি সম্ভবে—পুছ সখি লতিকায়।

১। তুলসীর সুগন্ধে ভ্রমরেরা সচরাচর উহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

২। ফলের ভারে শাখা অবনত থাকায়, বৃক্ষ-সমূহের প্রণাম সূচিত হইতেছে।

অনুরূপ উক্তি :—

পুন দেখে তরুকুল অতিশয় ফলফুল-ভরে পড়িয়াছে মহি-মাঝ।
কায়ক হেরি প্রণাম করল ইহ এ পথে চলল ব্রজরাজ॥"

—উদ্ধব দাস।

৩। নায়ক কর্তৃক নখাঘাত নায়িকার বিপুল হর্ষের কারণ হইয়া থাকে।

হেন উনমত-প্রলাপে রমণী
কৃষ্ণে খুঁজিতে কাতর যবে,
তদ্‌গত-চিতে কৃষ্ণ-লীলার
অভিনয়ে হ'ল নিরত সবে।

পূতনার ছল আচরিয়া কোন গোপী করে স্তন-দান,
বালক-কৃষ্ণ হইয়া কেহ বা করিতেছে ক্ষীর-পান।
কাঁদিতে কাঁদিতে শিশু-কৃষ্ণের রূপে এক ব্রজনারী
শকট[১] বলিয়া অন্যে মারিছে দেহে পদাঘাত করি।
বালক-কৃষ্ণে তৃণাবর্ত্ত[২] হ'য়ে কেহ বা লইল হরি,
কোন গোপরামা চলিতে লাগিল ভূষণ ধ্বনিত করি' ;

১। প্রাচীনকালে শয্যায় শিশু স্বয়ং পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে, নারীদের একটী উৎসব করার প্রথা ছিল। উহার নাম "ঔত্থানিক উৎসব"। ঐ উৎসবে যশোদা একটী শকটের নীচে কৃষ্ণকে শায়িত করিয়া কর্ম্মান্তরে গেলে, কৃষ্ণ স্তন্যপানের জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় পদ ঊর্দ্ধে আস্ফালনপূর্ব্বক শকটটীকে ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

২। কংসের প্রেরিত তৃণাবর্ত্ত ঘূর্ণবায়ুরূপে ব্রজে আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক চারিদিক্ ধূলিপূর্ণ করিয়া সকলের দৃষ্টি সমাচ্ছন্ন করিয়া দেয় এবং শিশু কৃষ্ণকে অপহরণ করিয়া শূন্যে উত্থিত হয়। অবশেষে কৃষ্ণের প্রবল আকর্ষণে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হয়।

দোলাইয়া চলি' সেই গোপনারী জানু আর দু'টী পাণি,
সবলে টানিল অন্য গোপীরে 'উদূখল'[১] বলি মানি।
কোন দুই গোপী তখন হইল কৃষ্ণ ও বলরাম,
কেহ কেহ মিলি গোপ-বালকের করে লীলা প্রাণারাম।
কেহ বা তখন কৃষ্ণলীলায় বিভোর হইয়া মারে,
'বৎস'[২] ও 'বক'[৩] অসুর ঠাহরি আন দুই গোপীকারে।
দূরের রাখালে কৃষ্ণ যেমন ডাকয়ে তারস্বরে,
বালভাবময়ী কেহ বা ডাকিছে অন্যে তেমনি ক'রে।
কৃষ্ণের খেলা খেলে কোন নারী, কেহ বা বাজায় বাঁশী,
রাখাল-ভাবেতে বিভোর সকলে কহে 'সাধু সাধু' হাসি।

১। শৈশব-চাপল্যের বশে শিকায় রক্ষিত ঘৃত-নবনীতাদির অপচয় জন্য মাতা যশোদা কর্ত্তৃক কৃষ্ণ উদূখলের সহিত রজ্জুবদ্ধ হন। পরে মাতার অগোচরে কৃষ্ণ ঐ উদূখল সবলে আকর্ষণপূর্ব্বক বৃক্ষরূপী কুবের-তনয় নল-কূবর ও মণিগ্রীবের উদ্ধার সাধন করেন।

২। গোচারণ-কালে বৎসরূপধারী দৈত্যকে কৃষ্ণ নিধন করিয়াছিলেন।

৩। রাখাল বালকগণসহ জলাশয়তটে আসিলে বকরূপধারী এক দৈত্য কৃষ্ণকে গ্রাস করে। কিন্তু উদরস্থ করিতে না পারিয়া শেষে বমন করিয়া ফেলে। কৃষ্ণ ঐ অসুরের ওষ্ঠদ্বয় আকর্ষণপূর্ব্বক সর্ব্বদেহ দ্বিধা পাটিত করেন।

কেহ কারো কাঁধে ভুজ রাখি চলি' তন্মনা কারো প্রতি--
বলিল, "হের গো, আমিই কৃষ্ণ ; এই ত ললিত গতি।"
"বাত-বর্ষায় কি ভয় সবার, তরাতে উপায় করি,"—
বলি' এক হাতে যত্নে শূন্যে তোলে কেহ উত্তরী[১]।
কোন নারী বলে, পা দু'টী রাখিয়া কারো বা মাথায় চড়ি,
"খলের দণ্ডধর হই আমি—যা রে খল সাপ সরি।"[২]
কহে কেহ সেথা, "গোপগণ, হেথা জ্বলিল যে দাবানল,
ভয় নাহি, ত্বরা আঁখি মুদি রহ, করিতেছি মঙ্গল।"
কোন সুন্দরী মালা দিয়া পরে বাঁধিবারে উদূখলে—
"মোর ভাঁড় ভাঙি চুরি করে ননী"—যশোদার ভাবে বলে
বন্ধন-ভয়ে কৃষ্ণ-ভাবে সে তরাসে ব্যাকুলচিত
হাত দু'টী দিয়া করিছে তখন নিজ মুখ আবরিত।

* * * * *

হেন তদ্‌গতা গোপী কৃষ্ণ লাগি
শুধায় ব্রজের লতা ও গাছে—
পায়ের চিহ্ন পরমাত্মার
বন-মাঝে দেখে ফুটিয়া আছে।

১। গোবর্দ্ধনধারণ-লীলার অনুকৃতি সূচিত হইতেছে।
২। কালিয়-দমন-লীলার অনুকরণ করা হইতেছে।

ভাবে মহাত্মা নন্দ-সুতের
এই ত চরণ-চিহ্ন-চয়,
পদ্ম-কুলিশ ধ্বজা-অঙ্কুশ
প্রকট ইহাতে সব যে রয়।

সেই পদাঙ্ক অনুসরি' সব খুঁজিতে খুঁজিতে বনে,
দেখে গোপী কোনো বধূ-পদাঙ্ক আঁকা রহে তার সনে।
সুমুখে নেহারি' সে পদ-চিহ্ন কাতর হইয়া কয়,
করীর সঙ্গে করিণীর প্রায় এ রমণী নিশ্চয়—
নন্দ-সুতের কাঁধে ভুজ রাখি' গিয়াছে তাহারি সনে,
কোন্ রূপসীর এ পদচিহ্ন--ভাবি তাই মনে মনে।

নিশ্চয় নারী আরাধিল হরি ঈশ্বর ভগবানে[১],
প্রীত গোবিন্দ ছাড়ি' আমা সবে, আনে তারে নির্জ্জনে।
গোবিন্দ-পাদ-পদ্ম-রেণু যে ধন্য লো সখীগণ,
কলুষ নাশিতে শিরে ধরে রমা, ব্রহ্মা ও ত্রিনয়ন[২]!

১। পূর্ব্বজন্মের ভগবৎ-সেবা সূচিত হইতেছে।
তুলনীয় উক্তি :—
"ধনি ধনি রমণি-শিরোমণি সুন্দরি আরাধল মনমথ দেব।
গোপালদাস কহ ও সহচরি সহ রাধামাধব সেব॥"
২। ত্রিনয়ন—শিব।

অধর-অমৃত অচ্যুতের সে গোপীর শ্রেষ্ঠ ধনে,
যে কামিনী একা অপহরি' ভোগ করিতেছে নির্জ্জনে—
তার পদাঙ্ক নেহারি' মোদের বড় ক্ষোভ উপজয়,
কত সন্তাপে অনুখন হায়! হৃদয় দগ্ধ হয়!

* * *

দেখ লো, হেথায় নারী-পদাঙ্ক আর না ফুটিয়া আছে,
তৃণ-অঙ্কুরে পেলব[1] পদের তলে ক্ষত হয় পাছে;
প্রেয়সীর ব্যথা সহিতে না পারি—এই হয় অনুমানে,
প্রাণ-গোবিন্দ কাঁধে করি তারে লয়েছেন এই স্থানে।

* * *

হেথায় কামুক দুঃসহ ভারে
বুঝি গো তাহার প্রিয়ায় বহে,
তাই হের এই বঁধু-পদাঙ্ক
মাটীতে অধিক মগ্ন রহে[2]।

* * *

১। পেলব—সুকুমার।

২। তুলনা করুন,—
"বনে বনে ভরমি চরমি তহিঁ পায়ল
গোরি শ্যামপদ ভিন্ন।
পুন অনুরাগে আগে পহুঁ পেখল
অধিক মগন পদচিহ্ন॥

বুঝি মহাত্মা কুসুম-চয়িতে
নামাইল হেথা সখীরে তা'র,
তাই দেখি যে গো পদের চিহ্ন
প্রকট রয়েছে সে প্রমদার।

* * *

প্রিয়া লাগি উঁচু শাখার পুষ্প
চয়িল পদের অগ্রভরে,
আধ-আঁকা হেথা পরাণ-বঁধুর
পদ-রেখা দেখ মাটীর 'পরে।

* * *

বুঝি কামী হেথা সেই কামিনীর
প্রসাধি' যতনে চিকুর-চয়,
খোপা বাঁধি' ফুলে কান্তারে লয়ে'
বসেছিল সুখে সুনিশ্চয়[১]।

মনে অনুমানি জানি সব গোপিনি
রাই বহন পরিবন্ধ।" ইত্যাদি।
—দীনবন্ধু দাস।

১। তুলনা করুন :—
"ঠামহি ঠাম চরণ-চিহ্ন হেরই রাই করল যাঁহা কোর।
কুসুম তোড়ি বহু বেশ বনায়ল সুরত-রভসে ভেল ভোর॥"
—গোপালদাস।

*   *   *

পূর্ণব্রহ্ম আত্মারাম সে স্বরূপানন্দে স্থিত,
নারীর বিলাস-ভঙ্গীতে সদা অচপল যাঁর চিত :
তবুও কামীর দৈন্য এবং কামিনীর দুরাচার,
দেখাবারে প্রভু করে হেন লীলা গোপী-সনে সবাকার।

*   *   *

এই মত কত প্রলাপ উচারি' শূন্য-পরাণে হায় !
ব্রজবালা সবে ভ্রমিল কাননে হ'য়ে পাগলিনী-প্রায়
ছাড়িয়া অন্য গোপীরে কৃষ্ণ, সঙ্গে আনিল যারে,
সে রামা তখন নারীকুল-সার মনে গণে আপনারে।
ভাবিল কান্ত বাঞ্ছিতা সব ছাড়ি' যত গোপীজনে,
মোরে ভালবাসি' আদর করিয়া আনিয়াছে নির্জ্জনে

বনের ভিতর যাইয়া মানিনী গরবে কেশবে কয়,
"চলিতে নারি হে, লয়ে চল মোরে যেথা তব সাধ হয়।
তা' শুনি ঠাকুর বলিল প্রিয়ায়, "এস কাঁধে করি তবে",-
নিমেষে কৃষ্ণ অন্তর্হিত, সে নারী তাপিনী এবে।

"হা নাথ, রমণ, মহাভুজ ওগো, প্রিয়তম, কোথা যাও,
অভাগী তোমার এ দাসীরে বঁধু ! একবার দেখা দাও' ।"

শুকদেব—

শ্রীভগবানের গমন-মার্গ
খুঁজিতে খুঁজিতে গোপীরা বনে,
মিলিল প্রিয়ের বিরহে বিধুরা
অদূরে দুখিনী সখীর সনে ।

শুনিল সবাই, কৃষ্ণের কাছে
সে নারী কত যে আদর লভে ;
দুর্ম্মতি লাগি' এই হতাদর
অতিবিস্মিত তাহাতে সবে ।

চাঁদের জ্যোছনা যতখন ধরি প্রকাশ পাইল বনে,
সবে মেলি বনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিরত অন্বেষণে ;

১। তুলনা করুন, —
"চলইতে রাই চরণে ভেল বেদন কান্ধে চঢ়ব মন কেল ।
বুঝইতে ঐছে বচন বহু-বল্লভ নিজ তনু অলখিত ভেল ॥
না দেখিয়া নাহ তাহিঁ ধনি রোয়ত হা প্রাণনাথ উতরোলে ।
ব্রজ-রমণীগণ না দেখিয়া মন-দুখে ভাসল বিরহ-হিলোলে ।"
—উদ্ধব দাস ।

তরুর ছায়ায় আঁধার বনানী নেহারি' বিরত এবে,
তন্মনা হ'য়ে গুণগানে তাঁর মগ্ন হইল সবে।

আলাপি' কৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ
অভিনয়ে মাতি' কার্য্যে তাঁর
গাহি' গুণ-গাথা তদ্‌গতাত্মা
স্মরিল না দেহ গেহ বা আর।

কৃষ্ণ-ধেয়ানে বিভোর সকলে
আসিয়া আবার যমুনাতীরে—
সবে মিলি তাঁর গুণগান করে
যদি তাহে বঁধু আইসে ফিরে।

৩

গুণগানে

গোপীগণ—

জনমে তোমার এই ব্রজধাম গৌরবময় কত,
লক্ষ্মী হেথায় আশ্রয় লভি' বিরাজেন অবিরত ;
তব নিজ-জন এই গোপীগণ তোমাতে পরাণ ধরি'—
চারিদিকে ফিরে, হের হে দয়িত ! খুঁজিয়া তোমায় হরি !

শরতে সরসী-মাঝারে ফুল্ল সরসিজোদর-শোভা,[১]
খর্ব্ব করেছে প্রাণ-বঁধু তব আঁখি দু'টী মনোলোভা ;
বিনামূলে যে গো বিকানু ও পদে, আমরা উহার লাগি'—
হেন দাসীগণে—বধি কি বরদ ! হবে না গো পাপভাগী ?

বিষজল[২] হ'তে বাঁচালে মোদের, মারিলে যে অঘাসুর,[৩]
ঝড়-বরিষণে[৪] কুলিশ-আগুনে[৪] শঙ্কা করিলে দূর ;

১। সরসিজ—পদ্ম ; পদ্মের গর্ভকোষ সরসিজোদর, তাহার শোভা।

২। কালিয়-হ্রদের বিষপূর্ণ জল।

৩। পূতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘাসুর কংশ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বিশাল সর্পদেহ-ধারণপূর্ব্বক ধেনু-বৎস সহ রাখাল বালকগণকে গ্রাস করায়, কৃষ্ণ তাহার মুখগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া উদর হইতে স্বকীয় দেহ স্ফীত করেন। ইহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়।

৪। ইন্দ্রের কোপ-জনিত বৃন্দাবনে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপতনাদি উৎপাত এবং 'তৃণাবর্ত্ত' কর্ত্তৃক ঘূর্ণবায়ুও এখানে লক্ষিত।

নাশি সুত সহ বৃষাসুর আর ময়নন্দন ব্যোম[১]—
অগণিত কত আপদে মোদের বাঁচালে মহত্তম !

তুমি তো হে সখা, কেবল নও গো নন্দন গোপিকার,
অখিল দেহীর অন্তর-মাঝে সাক্ষী[২] যে আত্মার।
বিশ্ব রক্ষা করিবারে প্রভু, ব্রহ্মার নিবেদনে,
যাদব-কুলেতে উদিত হ'য়েছ—এই তো জানি গো মনে।

চরণে শরণাগতে যেই কর
অভয় বিতরে ভবের ভয়ে,
কমলার করগ্রহ হ'য়ে যাহা
পুরায় জীবের কামনা-চয়ে ;

১। বৃষাসুর (অরিষ্ট) এবং ব্যোমাসুরের নিধন রাসের পরবর্তী ঘটনা। গোপীগণ গর্গ মুনির লিখিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রিকার নির্দ্দেশ স্মরণ করিয়া এই কথা উল্লেখ করিতেছেন। বৃষাত্মজাৎ বৎসাসুরাৎ ; ময়াত্মজাৎ ব্যোমাসুরাৎ ইত্যর্থঃ।—ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব গোস্বামী।

অনুরূপ উক্তি :—

বিষ-জল, ব্যাল, বর্ষ-ভয়ে রাখি।
অব কাহে মারসি অকরুণ-আঁখি॥

—রাধামোহন।

২। সাক্ষী—দ্রষ্টা।

যাদব-কুলের চূড়ামণি নাথ,
হেন সে দু'খানি কমল কর,
তাপিত-পরাণ কিঙ্করীদের
ধর হে আসিয়া মাথার 'পর।

বরজ-বাসীর তাপ-বিনাশন বঁধু, তুমি ওগো শূর,
মৃদু হাসি তব আপন জনের গর্ব্ব করয়ে দূর ;
কিঙ্করী তব অবলা মোদের, দয়া করি কাছে আসি,
সুচারু বদন-সরোজ তোমার দেখাও হে ভালবাসি'।

যে পাদপদ্মে নমিলে গো জীব পাপ হ'তে পায় ত্রাণ,
তৃণভোজী যত পশুদের পাছে হয় যাহা ধাবমান ;
ফণিফণা-ধৃত সে পদ-সরোজ কমলার আশ্রয়,
রাখি কুচোপরি[১] মোদের হে প্রভু, দূর কর হৃচ্ছয়[২]।

১। স্ত্রীজাতির স্তনই কামের আধার। শ্রীভগবানের পাদপদ্মে উহা অর্পিত হইলে কাম সমূলে লয় পাইবে। গদাধরের পদে পিণ্ডদানে প্রেতত্ব মোচন হয়। গোপীগণ স্বকীয় স্তন-পিণ্ড কৃষ্ণপদে দিয়া কাম-প্রেতের অক্ষয় শান্তি করিবেন, ইহাই তাৎপর্য্য।

২। হৃচ্ছয়—কাম।

তোমার বচন চিত-বিনোদন সুধীজন-মন হরে,
দাসীজন মোরা মোহিত সবাই সুমধুর তা'র তরে ;
তাই নিবেদন, কমললোচন ! বিতরি অধরামৃত,
ওগো বীর ! এই কিঙ্করীদের কর হে আপ্যায়িত।

তোমার অমিয় কথা হয় যে গো তপ্ত-জনের প্রাণ,
কলুষ-নাশন শ্রীময় সতত,—কবিগণ করে গান ;
শুনিলে যে তাহা, নিখিল জীবের মঙ্গল উপজয়,
শুনায় যাহারা কীর্ত্তিয়া তাহা, ভূরিদাতা ভবে হয়।

প্রেমের চাহনি, ললিত বিলাস, সুধাময় তব হাস,
ধেয়ানে হে প্রিয় ! সব শিবময়, অশিবের হয় নাশ
হৃদয়-মাতানো নিভৃতেরি সেই সঙ্কেত-বিলসন,
সঙরি মরমে, হে কুহকময়, আকুল হ'তেছে মন।

গোচারণ লাগি' ব্রজ হ'তে নাথ, যখন বনেতে যাও,
শিলাঘাত আর কুশাঙ্কুরেতে পদে কত ব্যথা পাও :
নলিন-শোভন পদের পীড়ন ভাবি মোরা সারাখনে,
সন্তাপ কত পাই হে কান্ত, ভাব কি তা' কভু মনে ?

সাঁঝের বেলায় গোষ্ঠ হইতে
যখন ফিরিয়া আইস ঘরে,

বন-কমলের মত মুখখানি
গোধন-খুরের ধূলায় ভরে ;
নীল-কুন্তলে আবরিত তায়
দেখায়ে মোদেরে বারংবার,
হৃদয়ে কামনা বাড়াও হে বীর !
এবে দেখা নাহি দিতেছে আর !

ব্রহ্মার্চ্চিত তব পদাব্জ
ধেয়ানে আপদ্ পলায় দূরে,
সেবনে পরমানন্দ যে তা'র
প্রণতিতে সব কামনা পূরে ;
ধরণী-ভূষণ সে রাঙা চরণ
আসিয়া রমণ, হৃদয়ে দিয়া,
হে তাপ-নাশন, কামনা-অনল
নিভায়ে জুড়াও তাপিত হিয়া।

বাঁশরী তোমার চুমিছে অধর ওহে বীর ! সারাখন,
অধরের সুধা পান ক'রে বঁধু ! বাজে যবে সুমোহন :
ইতর কামনা ভুলে লোক যাহে বাড়ায় সতত রতি,
শোক-বিনাশন সে অধর-সুধা বিতর মোদের প্রতি।

দিনের বেলায় যখন হে বঁধু,
ভ্রমণ করিতে যাও গো বনে,
না হেরি তোমায় তিলেক-সময়
যুগের সমান হয় যে মনে[১] ;
উৎসুক-আঁখি হ'য়ে হেরি সাঁঝে
কুঞ্চিতালক ও-মুখখানি,
চোখের পলক দিয়াছে যে বিধি
তাহারে তখন মূর্খ মানি।

গানেতে তোমার বিমোহিত হ'য়ে
অচ্যুত ! এনু তোমার পাশে,
ছাড়িলাম সবে পতি, সুত, জ্ঞাতি
ভাই ও বন্ধু, তোমার আশে ;

১। তুলনা করুন, —
"যবহুঁ চলসি বন গোধন সাথ।
নিমিখে মানিয়ে জনু যুগ-শত যাত ॥
অব কৈছে তুয়া বিনে ধরব পরাণ।
তব বচনামৃত না করিয়া পান ॥"
—রাধামোহন।

লুকায়ে কোথায় রয়েছ কপট,
অন্তরযামী বল গো প্রভু,
নিশায় শরণ লইলে অবলা,
পুরুষ তাহারে ত্যজে কি কভু ?

নিভৃতে গোপন ইঙ্গিত[১] তব হৃদয়ে জাগায় স্মর,
হাসি-ভরা মুখ প্রেমের চাহনি, মরি কিবা মনোহর ;
কমলার ধাম[২] বিশাল বক্ষ হেরি তব অনুখন,
কত সাধ মনে হয় প্রাণনাথ, বিমোহিত রহে মন।

পাপ তাপ যত ব্রজবাসীদের করিতে সকলি নাশ,
অসীম হিতের তরে জগতের বঁধু, তব পরকাশ ;
মোরা ত তোমারি, নিয়ত তোমায় হৃদে করি অভিলাষ,
দাও হেন কিছু হৃদয়ের রোগ, যা' দিয়া হইবে নাশ[৩]।

১। মূলে "সংবিদং" পাঠ আছে। বিশ্বনাথ তাহার অর্থ করিয়াছেন,—'রতি-প্রার্থনব্যঞ্জক সম্ভাষণ'।

২। ধাম—আশ্রয়স্থল।

৩। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥"
—গোপীগণ এই শ্রুতির মর্ম্ম সার জানিয়া বিষয়-ভোগের স্পৃহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হৃদয়ে আনন্দময় পুরুষ শ্রীভগবান্‌কে লাভ করিতে চাহেন।

সুকোমল তব চরণ-সরোজে পাছে ব্যথা পাও হরি,
মোদের কঠিন পয়োধর 'পরে ভয়ে তাই ধীরে ধরি ;
ভ্রমিতেছ বন, ও-রাঙা চরণ কঙ্করে হয় ক্ষত,
তা' ভাবি তোমাতে পরাণ মোদের, চিতে ব্যথা লাগে কত১ !

তাঁহার দর্শনেই হৃদয়ের গ্রন্থিস্থানীয় বিষয়াভিমান বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ; সর্ব্ববিধ সংশয়ও দূর হয় এবং সঞ্চিত ও প্রারব্ধ—সকল কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়।

১। তুলনা করুন,—

"তে পদ-পঙ্কজ কোমল জানি।
স্তন-যুগে রাখিতে ভয় অনুমানি॥
কৈছে কণ্টক-বনে করসি বিহার।
সোঙরি সোঙরি জিউ ধরই না পার॥"

—রাধামোহন।

৪

মিলনে

শুকদেব :—

এইরূপে গীত গাহিয়া রাজন্,
বিলপিল গোপী বিবিধ ছাঁদে,
কৃষ্ণ হেরিতে বাসনা তা'দের
সুস্বর তুলি' সবাই কাঁদে।

বিগলিত-মন কৃষ্ণ তখন
শুনিয়া সকল করুণ-ভাষ
সেথায় অচিরে আসি ধীরে ধীরে
উপনীত গোপীগণের পাশ[১]।



১। এই পর্ব্বটী মূলের ঠিক অনুবাদ নহে। 'তাসামাবিরভূৎ'—ইত্যাদি শ্লোকের ভাব ইহাতে এবং পরবর্ত্তী পর্ব্বে প্রকাশ করা হইয়াছে।

অনুরূপ উক্তি :—

"তাপিত গোপ- রমণীগণ রোয়ত
শ্যাম-দরশ-রস আশে।
মদন-মনোহর পীতাম্বর-ধর
মীলল বিরহিণী পাশে॥"

—দীনবন্ধু দাস।

হাসি-ভরা তাঁর কমল-বয়ান
মদন-মোহন[১] শ্যাম-অঙ্গ
পীত-বাস-ধারী শৌরি[২] বনমালী
লভে বিরহিণী-গণ-সঙ্গ।

প্রিয়তম হরি সমাগত হেরি
মৃতদেহে নব জীবন ধ'রে,
ফুল্ললোচনে অবলা তখন
গা তুলি' উঠিল প্রেমের ভরে।

হরষে হরির শ্রীকর-কমল
অঞ্জলি-পুটে ধরিল কেহ,
চন্দন-মাখা বাহু-দু'টী তাঁর
কাঁধে করি' কেহ জুড়াল দেহ।

কেহ চর্ব্বিত তাম্বূল নিল
অঞ্জলি পাতি' প্রণয়ভরে,

১। মূলের পাঠ—"সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ"।

২। 'শৌরি' পদের প্রয়োগে ক্ষত্রিয়-জাতি-সম্ভূত বলিয়া কৃষ্ণের শৌর্য্য দ্যোতিত হইতেছে এবং তিনি গোপজাতি-সম্ভূত নহেন বলিয়া গোপীদের রোদনেও প্রফুল্ল ছিলেন—ইহাই ব্যক্ত হইতেছে।

যুগল চরণ-কমল তাপিনী

কেহ বা ধরিল বক্ষ 'পরে'।

প্রণয়-কোপেতে বিভোর কেহ বা

ভ্রূকুটী করিল তখন হেন,

দশনে অধর দংশি' কৃষ্ণে

চাহে কটাক্ষে মারিতে যেন।

সাধুগণ যথা সঁপি কায়-মন ধ্যানযোগে অবিরত,
মানসে নেহারি হরির চরণ নাহি হয় তিরপিত ;
এক গোপনারী কৃষ্ণের তথা কমল-বয়ান-পানে—
অপলখ-আঁখি নেহারি' নেহারি' তিরপিত নহে প্রাণে।

১। তুলনা করুন,—

* * *

"জনু মৃত তনু পুন জীবন পাওল

হরখি উঠল সব নারি॥

কোই সুনাগরি নাহ-বাহ ধরি

সাধল মানস কাজ।

কোই কানু-কর কুচ পর ধরইতে

তেজল কঞ্চুলি লাজ॥"

—দীনবন্ধু দাস।

নয়নে নেহারি কৃষ্ণে হৃদয়ে
রাখিয়া মুদিল অক্ষি কেহ,
ধ্যানে আলিঙ্গি' যোগীর মতন
পরমানন্দে ভাসাল দেহ।

প্রাজ্ঞে[১] লভিয়া সংসার-তাপী হরষিত হয় যথা,
কেশবে নেহারি' পরমোৎসবে গোপীরা মাতিল তথা ;
বিরহের দাহ জুড়াল এখন, শান্তি লভিল প্রাণ,
শোক-বিধূতা সবাকার মাঝে বিরাজেন ভগবান্।
প্রকৃতিরূপিণী শক্তিনিচয়ে পুরুষ[২] যেমতি রাজে,
তথা অচ্যুত শোভিলেন তাত ![৩] গোপনারীদের মাঝে।

১। 'প্রাজ্ঞ' = ঈশ্বর এবং 'জন' = মুমুক্ষু (মুক্তিকামী) অথবা 'প্রাজ্ঞ' = ব্রহ্মজ্ঞ এবং 'জন' = সংসারিগণ। এইরূপ আরও অর্থ শ্রীধর স্বামীর টীকায় দৃষ্ট হয়। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'প্রাজ্ঞ' অর্থে পরমভাগবত এবং 'জন' অর্থে 'সংসারতপ্তকে' বুঝাইয়াছেন। মূলপাঠ—'প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ।'

২। শ্রীধর-মতে পুরুষ পরমাত্মা, শক্তি—প্রকৃতি অর্থাৎ সত্ত্বাদি ; অথবা পুরুষ—উপাসক, শক্তি – জ্ঞান-বল-বীর্য্যাদি। বিশ্বনাথ 'শক্তি' অর্থে 'ইন্দ্রিয়শক্তি' ধরিয়া লইয়া অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি বাহিরে সর্ব্বত্র পূর্ণ থাকিয়াও জীবের হৃদয়-পুরীতে অন্তর্য্যামি-রূপে নিত্য শয়ান আছেন, তিনিই পুরুষ।

৩। "তাত" শব্দে পুরাণবক্তা মুনি রাজা পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করিতেছেন।

তা' সবে তখন সাথে লয়ে' বিভু চলিল যমুনাতীরে,
বিকচ কুন্দ-মাদারে সুরভি বায়ু তথা বহে ধীরে—
মকরন্দ-আশে ভ্রমরনিচয় গুঞ্জন তুলি' ধায়,
আমোদিত সব দিক্ সেথাকার কৃষ্ণের মহিমায়।

শরৎ-চাঁদের জ্যোৎস্না-ধারায়
তথায় নিশার তিমির হরে ;
যমুনা কোমল বালুকা-শয্যা
রচিয়া দিয়াছে লহরী-করে।

খ্যাপন করিয়া ঈশ্বরে যথা[১]
সফল হয় গো বেদের বাণী,
কৃষ্ণে নেহারি' হৃদ্‌রোগ নাশি'
মনোরথ তথা পূর্ণ মানি'—
কুচ-কুঙ্কুমে রঞ্জিত নিজ
বুকের উড়ানী বিছায়ে তবে,
জীবের বন্ধু কৃষ্ণের তরে
রচিল আসন গোপীরা এবে।

১। ঈশ্বর-প্রতিপাদনেই বেদের সারবত্তা। কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কর্ম্ম-সম্পাদন দ্বারা তাহার ফলপ্রাপ্তিস্বরূপ ঈশ্বর-লাভ এবং জ্ঞানকাণ্ডে ঈশ্বর-প্রতিপাদন করিয়া বেদবাণীর সাফল্য ঘটে।

বসিলেন তা'তে ভগবান্ হরি গোপীমণ্ডল-মাঝে
ত্রিলোকের যত শোভা-সম্ভার দেহেতে তাঁহার রাজে ;
যোগেশ্বরের[১] হৃদয়-মাঝারে আসন যাঁহার রয়,
পূজিত হইয়া গোপীর সমাজে আরো কত শোভাময়।

লীলা-পরিহাস, কত ভ্রূবিলাস, প্রেম-নিরীখণ করি'।
দেখায়ে সোহাগ ব্রজবালা সব কামদ কৃষ্ণে বরি'—
করপদ্ম আর পদ দু'টী তাঁর বুকে করি' স্তুতি-ছলে,
স্পর্শ-সুখেতে কুপিতার প্রায় কৃষ্ণের প্রতি বলে—

গোপীগণ—

অনুগতে রহে অনুগত কেহ, কেহ তার বিপরীত,
কেহ বা ভক্ত, কিবা অভক্ত—কাহারো না করে হিত ;
গুণ, দোষ, ফল—এ তিন মাঝারে কাহার কিরূপ হয়,
বিস্তারি' সব বল আমাদের বঁধু হে করুণাময়।

শ্রীভগবান্—

স্বার্থের তরে ভজিতে যত্ন যা'দের পরস্পরে,
স্বার্থ বিনা তো ধর্ম্ম-সৌখ্য নাহি মিলে সেই নরে।

১। যোগে যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

ভালবাসা নাহি পেয়ে যদি কেহ কারো আচরয়ে হিত,
মা-বাপের মত করুণ তাহারা, সখীগণ, নিশ্চিত।
তাঁদের অবাধে ধর্ম্ম-সৌখ্য রহে এই আচরণে,
সুমধ্যাগণ! প্রেমের ধর্ম্ম ইহাই ভাবিহ মনে।

আত্মানন্দে নিরত[১] অথবা বিষয়-বাসনা-হীন,[২]
আর কৃতঘ্ন, অথবা যাহারা গুরু-দ্রোহেতে লীন;
অনুগত প্রতি হিত আচরণ এরা ত করিতে নারে,
অনুগত নয়, তাঁ'দেরো কেমনে রত হ'বে হিতাচারে?

ক্ষুধা তৃষা ভুলি' নষ্ট-বিত্তে ভাবে যথা দীনজন,
আর কিছু জ্ঞান থাকে না তখন তাঁ'দের হে সখীগণ!

১। আত্মারাম—আত্মা বা ব্রহ্মের আনন্দে বিভোর, সুতরাং বাহ্যদৃষ্টি-শূন্য। অর্থাৎ পরকৃত উপকার বা অপকারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ-শূন্য। যিনি আত্মচিন্তায় সতত ব্যাপৃত, তাঁহার দ্বারা অপরের প্রতি প্রত্যুপকারের কোন সম্ভাবনা নাই।

২। বিষয়—ইন্দ্রিয়ভোগ। মূলের 'আপ্তকাম' অর্থে, আত্মসন্দর্শন-জনিত পরমানন্দে যাঁহার ইন্দ্রিয়ভোগের নিবৃত্তি ঘটিয়াছে। সুতরাং তিনি এতই পূর্ণমনোরথ যে, পরের নিকট কোন প্রত্যাশাই রাখেন না।

অবিরত মোরে ধেয়াবার তরে আমিও যে সেইমত,
ভজিলেও কভু হই না সতত ভক্তের অনুগত[১]।

স্বজন, বিত্ত, বেদের ধর্ম্ম—সকলি গণিয়া ছার,
পরাণের প্রিয় অবলাবৃন্দ, আমায় করেছ সার :
আমার ধেয়ানে পাবে মহাসুখ—এই হিত সাধিবারে,
আঁখি-আড়ালেও ছিনু অনুগত, তাই না ভুবিও মোরে।

১। মাথুর-লীলা-কালে (ভাঃ ১০।৪৭।৩৪-৩৫) উদ্ধবের মুখেও গোপীগণ শ্রীভগবানের এই আশ্বাস-বাণী শুনিয়াছেন :—

"যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান-কাম্যয়া॥
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥"

'তোমরা নিরন্তর ধ্যান করিয়া আমাকে মনের নিকটে পাইবে বলিয়া আমি প্রিয় হইয়াও তোমাদের নয়নপথ হইতে দূরে রহিয়াছি। নয়ন হইতে মন শ্রেষ্ঠ ; তোমরা আমার প্রিয়, তাই তোমাদিগকে মনের নিকট রাখিয়াছি।' প্রিয় বস্তু নয়নের নিকট থাকিলে, মন হইতে দূরে থাকে; আর নয়ন হইতে দূরে থাকিলে, মনের নিকটস্থ হয়। প্রিয়তম দূরে থাকিলে স্ত্রীজাতির মন যেমন তাহার প্রতি আবিষ্ট হয়, নয়নের সন্নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না। অন্তঃপুররুদ্ধা গোপীগণ রাসে যাইতে না পাইয়া ধ্যান-যোগেই ভগবৎ-সন্দর্শন করিয়াছিলেন।

ছিঁড়ি দুর্জর গৃহ-শৃঙ্খল অকপটে ভজ সবে :
নিজ সুকৃতিতে প্রতিদান তা'র আমা হ'তে নাহি হবে।
ব্রহ্মার আয়ু-পরিমিত-কালে শুধিতে নারিব ধার।
সবার সুকৃতি আপনে হউক তাহার পুরস্কার।

৫

বিলসনে

শুকদেব—

কৃষ্ণের হেন ললিত বচন শুনিয়া অমিয়ময়,
বিরহের তাপ গোপীদের যত হিয়া হ'তে দূর হয় :
কৃষ্ণের তনু পরশি' সবার উপচিত অভিলাষ—
গোপীর কোমল পরশ-সুখেতে বিমোহিত পীতবাস

নিজ নিজ কর ধরি' একে একে যত ব্রজরামাগণ,
কৃষ্ণে ঘিরিয়া চৌদিকে করে মণ্ডলী-বিরচন।
অনুরতা নারী-রতন-মাঝারে হ'য়ে এবে বিরাজিত,
আরভয়ে রাস-ক্রীড়া[১] মনোহর গোবিন্দ প্রীতচিত

ভাবে প্রতি গোপী—'কৃষ্ণ যোগেশ
বিরাজ করিছে নিকটে তা'র',
তা' সবার তরে ধরিয়া পৃথক্
মূরতি অনেক চমৎকার,—

১। রসস্য আনন্দস্য অভিব্যক্তিঃ রাসঃ, অথবা রাসো নাম বহুনর্ত্তকী-যুক্তো নৃত্যবিশেষস্তা ক্রীড়া। (নৃত্য-গীত-চুম্বনালিঙ্গনাদীনাং রসানাং সমূহো রাসস্তন্ময়ী যা ক্রীড়া—বিশ্বনাথঃ।)

দুই দুই নারী-মাঝারে প্রবেশি'
গলে ভুজ দিয়া তা'দের এবে,
গোপী-মণ্ডলে মণ্ডিত হরি,
হ'ল প্রবৃত্ত রাসোৎসবে।

দ্যুলোকবাসীর বিমান-শততে
আকাশ করিল আচ্ছাদন,
উৎসুকপ্রাণ বনিতা-সঙ্গে
লীলা-দর্শনে তাঁ'দের মন।

দেব-দুন্দুভি বাজিছে তথায়
পুষ্পবৃষ্টি নিরবসান,
জায়া-সনে গাহে গন্ধর্বেরা
হরির অমল যশের গান।

বাজিছে কৃষ্ণ-সহচরীদের
বলয়, নূপুর ও কিঙ্কিণী,
রাসমণ্ডল-মাঝ হ'তে তা'র
উঠিতে লাগিল তুমুল ধ্বনি

মহামরকত[1] শোভে অতি যথা
স্থবর্ণ-মণি-নিচয়[2]-মাঝে,
দেবকী-তনয় ভগবান্ শ্যাম
সুন্দরী-মাঝে তেমনি রাজে।

কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণের গুণ কৃষ্ণে লইয়া গাহে,
জলদপুঞ্জে চপলাচয়ের শোভা পায় কিবা তাহে—
তালে পা ফেলিয়া বাহু দোলাইয়া করে কত ভ্রূবিলাস,
কাঁপে অঞ্চল, কুচ, কুণ্ডল ; মুখে মৃদু মৃদু হাস।
কপোল-কটির ভঙ্গী মধুর, মুখমণ্ডলে ঘাম,
কবরী রসনা শিথিল তা'দের এলাইছে কেশদাম[3]।

১। নীলকান্ত মণি।

২। স্থবর্ণবর্ণ মণি বা স্থবর্ণখচিত মণি। এখানে সুবর্ণকান্তি গোপী-দের সঙ্গে স্থবর্ণ-মণি এবং শ্যামসুন্দর শ্রীভগবানের সহিত মহামরকতের উপমা করা হইয়াছে। অনুরূপ পদ, যথা—

"কাঞ্চন মণিগণে জনু নিরমাওল
রমণী-মণ্ডল সাজ।
মাঝহি মাঝ মহামরকত-মণি
শ্যামর নটবররাজ॥" ইত্যাদি।—গোবিন্দদাস।

৩। তুলনা করুন,—

"নাচত শ্যাম সঙ্গে ব্রজ-নারি।
জলদ-পুঞ্জে জনু তড়িত-লতাবলি
অঙ্গ-ভঙ্গ কত রঙ্গ বিথারি॥

নানারাগ-ভরা কণ্ঠ গোপীর কৃষ্ণের প্রতি রতি,
কৃষ্ণ-পরশ পেয়ে সবে মিলি' হইয়া হরষমতি—
নাচিছে গাইছে উচ্চকণ্ঠে কৃষ্ণের গুণগীত,
সে গীত-নিচয়ে অখিল বিশ্ব রহিয়াছে আবরিত[১]।

কোন নারী থাকি মুকুন্দ-সনে সঙ্গীতে নিমগন,—
অবিমিশ্রিত স্বরজাতিচয়[২] করিল উন্নয়ন।

নটল-হিলোল লোল মণি-কুণ্ডল
শ্রম-জল ঢল ঢল বদনহুঁ চন্দ।
রসভরে গলিত ললিত কুচ-কঞ্চুক
নীবি খসত অরু কবরিক বন্ধ॥"—গোবিন্দদাস।

১। সংগীতশাস্ত্রে প্রকাশ, জীবের সংখ্যা যত, রাগের সংখ্যাও তত। গোপীগণ কর্তৃক ষোল হাজার রাগের প্রকাশ হইয়াছিল। এ পর্য্যন্ত জীব যত রাগের আলাপ করিয়া থাকে, তাহার সমস্তই রাসে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মাণ্ডময় সেই ভগবদ্‌গীতই অনুনাদিত হইতেছে। জীবমাত্রেরই হৃদয় তাহারই কোন এক ভাবে আবৃত ও সরস রহিয়াছে, সন্দেহ নাই। এখনও লোকে বলে 'কানু ছাড়া গীত নাই'।

২। শ্রুতিসমুৎপন্ন স্বর সপ্তজাতিতে বিভক্ত, যথাঃ- ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। ঐ স্বর-জাতি মিশ্রিত ও অমিশ্রিত-ভেদে দুই প্রকার। অবিমিশ্রত শুদ্ধা, মিশ্রিত বিকৃতা। শ্রীকৃষ্ণ স্বরজাতিকে অবিমিশ্রিতভাবে উচ্চারণ করিতেন। উহা বিশেষ সাধনা-সাপেক্ষ। কৃষ্ণ-সম্পর্কে গোপীরা উহাতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

প্রীত তাহে হরি 'সাধু' 'সাধু' বলি করিলেন বহু মান,
কেহ সেই স্বর 'ধ্রুব'-তালে গেয়ে আদরে ভরাল প্রাণ।
শ্রান্ত যে রাসে গদাধর-পাশে বাহু তাঁর কাঁধে ধরে,
বলয়, কবরী-মল্লিকা তার আবেশে খসিয়া পড়ে।

কমল-সুরভি চন্দন-মাখা সেই বাহু কাঁধে যার,
আঘ্রাণি' তায় পুলকিতকায় চুম্বিছে বার বার।
নাচতে দোদুল কাণে কুণ্ডল, তা' হ'তে বিছুরি' প্রভা,
উজলি গোপীর লোল গণ্ডেতে ধরে অপরূপ শোভা;
আপন গণ্ড কেহ বা আদরে কৃষ্ণগণ্ডে ধরে,
কৃষ্ণ দিলেন মুখে চর্বিত তাম্বূল সমাদরে।
নূপুর মেখলা ধ্বনিয়া নৃত্য-গীতেতে শ্রান্তদেহ,
সুখদ হরির কর-সরোরুহ হৃদয়ে ধরিল কেহ।

দু'হাতে গোপীর কণ্ঠ কৃষ্ণ সুখে আলিঙ্গি' ধরে,
সবে মিলি' তারা কৃষ্ণের গুণ গাহিছে পরাণ-ভ'রে।
রমার পরম বল্লভ সেই অচ্যুতে লভি' পতি,
বিহরিল তাঁর সনে সবে আজি হ'য়ে হরষিত-মতি।

রাস-সভাতলে ভগবান্‌-সনে নাচে গোপী নানামত,
অলিরাও সেথা গায়করূপেতে গুঞ্জরে শত শত;

বাজে রুণু রুণু নূপুর, বলয়, কিঙ্কিণী মনোহর,
অলক-দোদুল গণ্ডে তাঁদের ঘাম ঝরে দরদর :
কাণে কুণ্ডল-পদ্ম দুলিয়া মুখেতে সুষমা ধরে,
বিভোর তাঁদের কেশপাশ হ'তে মালাগাছি যায় পড়ে'।

প্রেমালিঙ্গন, কর-পরশন, অনুরাগ-ভরা হাসি,
বিপুল বিলাস নানা-পরিহাস-ছলে কত ভালবাসি'—
রমিল রমেশ আত্মরূপিণী গোপীদের সঙ্গতি,
শিশু যথা রহে ক্রীড়ায় মগন ল'য়ে নিজ প্রতিকৃতি[১]।

কৃষ্ণতনুর পরশ-হরষে অবশেন্দ্রিয় তারা,
টুটে আভরণ, মালা সুশোভন, এমনি আত্মহারা ;
স্রস্ত দুকূল বুকের কাঁচুলি এলায়িত শিরোরুহ,
সংবরিতেও পারে না গোপিকা, ওগো ও কুরূদ্বহ[২] !

মুগ্ধ তখন দ্যুলোক-বিহারী দেবতা-পত্নীগণ,
কৃষ্ণ-কামনা-সন্তাপে জারে তাঁদের তনু ও মন।
সেথা শশাঙ্ক গ্রহগণ সহ অমনি থমকি রয়,
অদ্ভুত হেরি কৃষ্ণের এই রাস-ক্রীড়া-অভিনয়।

১। পরমাত্মা—শ্রীভগবান্ ; বিশ্ব-জীবের প্রতি আত্মাতেই তাঁহার প্রকাশ।
২। কুরূদ্বহ—কুরুবংশীয় রাজা পরীক্ষিৎ।

গোপনারী যত, আপনার তত তনু ধরি যথাকাম,
তা' সবার সাথে রমে ভগবান্ কৃষ্ণ আত্মারাম।

ভূরি বিহরণে শ্রান্ত নেহারি' গোপীরে করুণা করি,
সুকোমল করে মুছায় রাজন্, বদন তা'দের হরি :
স্ফুরিত কনক-কুণ্ডল আর চিকুরে গণ্ডপ্রভা,
ললিত চাহনি সুধাভরা কত মৃদুহাসি মনোলোভা !
পূজিয়া পুরুষ প্রধান কৃষ্ণে গোপী এই উপায়নে,
পুণ্য-কীর্ত্তি গাহে প্রমোদিতা তাঁর নখ-পরশনে।

গোপীর অঙ্গে অঙ্গ-মিলনে মর্দ্দিত বনমাল—
কুচ-কুঙ্কুম-রাগ লাগি তাহা হ'য়ে গেছে লালে লাল :
গন্ধর্ব্বেরি মত অলিদল,
গুঞ্জরি পিছে ছুটে অবিরল,
শ্রান্ত কৃষ্ণ গোপীগণ সাথে আসি এবে কুতূহলে,
শ্রম-বিনোদনে হ'য়ে অভিলাষী প্রবেশে যমুনা-জলে

লোক-মর্য্যাদা-সেতুরে লঙ্ঘি'
সিনানে নিরত গোপীর সাথে,
করিণী-সঙ্গে গজপতি যথা
বাঁধন ছিঁড়িয়া খেলায় মাতে ;—

প্রেমে নিরখিয়া চারিদিক্ হ'তে
হাসি-ভরা-মুখ যুবতীদল,
কৃষ্ণ-অঙ্গে সেথা হে রাজন্!
সেচিতে লাগিল প্রচুর জল

বিমান-বিহারী অমরবৃন্দ
বরাষ' কুসুম মিলয়া সবে
আরম্ভিল স্তুতি করিতে কৃষ্ণে
হ'য়ে একাগ্রমানস এবে।

গজপতি মত লীলা-ছলে হরি
প্রবেশি' তখন যমুনা-বারি,
স্বরতি[১] স্বয়ং জলকেলি-রত
সঙ্গে লইয়া যুবতী নারী।

চলে হরি এবে সুদূরবিথারী যমুনার উপবন,
স্থলজ জলজ প্রসূনে সুরভি বহে সেথা সমীরণ;

১। স্বরতি=আত্মরতি—আত্মারাম।

করেণু-দলেতে মদ-বিগলিত দ্বিরদ বিচরে যথা,
অলি ও প্রমদা বেষ্টিত হ'য়ে কৃষ্ণ ভ্রমেন তথা।

অনুরতা যাঁর অবলা-নিচয়, সত্যকাম সে হরি,
করিল এ হেন রাসলীলা তথা নিজ তেজ রোধ করি[১];
চাঁদের কিরণে উজল রহিল বিলাস-রজনীচয়,
সকল শরৎ-কাব্য-কথার যাহা গো রসাশ্রয়[২]।

পরীক্ষিৎ—

করিতে ধর্ম্ম-স্থাপন এবং অধর্ম্ম-প্রশমিতে,
আপন অংশ-সাথে জগদীশ অবতরে অবনীতে।
ধর্ম্ম-সেতুর কর্ত্তা, বক্তা, রক্ষক ভগবান্,
পরনারী-রতি পাপ-আচরণে কি হেতু বা আগুয়ান্?
বল সুব্রত, নাশ সংশয়, কি লাগিয়া যদুরাজ,
পূর্ণকাম সে, তবু করে এই ধর্ম্মবিরোধী কাজ?

১। মূলে 'আত্মন্যবরুদ্ধসৌরত' পাঠ আছে। তাৎপর্য্য এই যে, গোপীগণ তৎপ্রতি অনুরক্ত হইলেও শ্রীভগবান্ স্খলিতচিত্ত হন নাই। তাঁহার চরম ধাতু অঙ্গ হইতে নির্গত হয় নাই। সুতরাং কামজয় প্রখ্যাপিত করাই অভিপ্রেত।

২। শরৎকালীন যাবতীয় রসালাপের আশ্রয়ীভূত।

শুকদেব—

সর্ব্বভোক্তা যদিও বহ্নি—অশুচি বলি না তায়,
সাহস[1], ধর্ম্ম-লঙ্ঘনও যে ঈশ্বরে দেখা যায় ;
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, আদি করি যত তেজস্বীদের কাজে,
অপকাজ বলি' দোষারোপ কভু নরের নাহিক সাজে।

ঈশ্বর বিনা[2] মোহবশে যদি কর্ম্ম-অধীন নরে,
মানসেও হেন ধর্ম্ম-রহিত কর্ম্ম কখন করে—
তখনি তাহার হইবে বিনাশ জানিবে গো নিশ্চিত,
রুদ্র ভিন্ন কে পান করিবে বিষ সাগরোত্থিত ?

জ্ঞান-বিরাগের তেজ ধরে যাঁরা সত্য তাঁদের বাণী,
কিন্তু তাঁদের আচরণ যত সদা তথা নাহি মানি।
নিজ কথামত করিবেন তাঁরা যা-কিছু অনুষ্ঠান,
হিত জানি তাহা আচরণ করে সতত বুদ্ধিমান্।
যত-কিছু এঁরা এই ভবে থাকি মঙ্গল আচরয়,
তাহে এ মরতে পরলোকে বা গো নাহি ভাবে ফলোদয়।

১। নরহত্যা, চৌর্য্য, পরদাররতি, পারুষ্য এবং অনৃত—এই পাঁচটী নিন্দিত কার্য্যকে 'সাহস' বলে।

২। 'অনীশ্বর' মূলের পাঠ। তাহার অর্থ—তেজোহীন জন। ঈশ্বর =মহৎ বা যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন।

মমতা-বিহীন এঁরা ত রাজন্, সুখ-দুঃখে উদাসীন,
বিপরীত কোন কর্ম্মের ফলে দুখে নাহি হয় লীন।

দ্যুলোকবাসী ও তির্য্যক্ আর মর্ত্ত্যে যে সব প্রাণী,
আর যত যতী—তা'দের সবার নিয়ামক যাঁরে মানি,
শুভ বা অশুভে কি সম্পর্ক আছে সেই নারায়ণে—
পাপ-পুণ্যের অতীত শ্রীহরি ভাব নরনাথ ! মনে।

যাঁর পদাব্জ-পরাগ-সেবনে ভক্ত তৃপ্ত ভবে,
ধ্যানে যাঁর যোগী ছিঁড়ে অবহেলে কর্ম্মবন্ধ সবে ;
অনুচিন্তিয়া যাঁরে মনে মনে,
ইচ্ছানুরূপ সাধি' আচরণে,
ভববন্ধনে মুক্ত মুনিরা সতত কৃপায় যাঁর ;
ইচ্ছায় সেই দেহধারী হরি,—কোথায় বন্ধ তাঁর ?

গোপ গোপী আর নিখিল জীবের
অন্তরে যেই বিরাজ করে,
সেই এ মরতে সর্ব্বসাক্ষী
দেহধারী যে গো লীলার তরে।

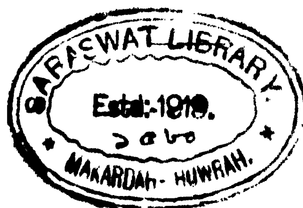
জীবগণে কৃপা বিতরিতে প্রভু
আশ্রয় করি নরের কায়,
করিলেন ক্রীড়া যা' শুনি' সবার
প্রেমে তাঁর প্রতি চিত্ত ধায়।

ব্রজবাসিগণ পাশেতে শয়ান
দেখিয়া আপন পত্নীগণে,
কৃষ্ণ-মায়ায় মোহিত হইয়া
কৃষ্ণে দ্বেষ না করিল মনে।

অনুমতি দিল বাসুদেব যেই
ব্রহ্মরজনী[১] আসিলে পর,
অনিচ্ছাতেই কৃষ্ণের প্রিয়া
গোপরামা সবে চলিল ঘর।

১। ব্রহ্মরজনী—ব্রাহ্মমুহূর্ত অথবা ব্রহ্মার রজনীপরিমিত রাত্রিভাগ।
"বিহরই ভেল কলপ সম রাতি।" —গোবিন্দদাস।
—এই কল্প-পরিমিত রাস-রজনী অতিবাহিত হইলে গোপীগণ স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সুতরাং 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" —রাসে এই ভগবদুক্তির যথার্থই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

ব্রজবধূগণ সহ বিষ্ণুর হেন রাস-বিলসন,
যেই শ্রদ্ধায় শুনে বা শুনায় সদা করি বর্ণন,
লভি' ভগবানে পরমভকতি,
ইন্দ্রিয়জয়ী হয়ে ধীরমতি,
হৃদয়-বেয়াধি কামেরে অচিরে দূর করে সেই নর,
ভাগবত-মাঝে এই লীলারস মদনদর্পহর[১]।



১। ভগবান্ ব্যাসমুনির তপস্যা-লব্ধ পুত্র আজন্ম বৈরাগ্য-সম্পন্ন শুক-দেবের মুখনিঃসৃত 'অমৃতদ্রবসংযুত' রসের আধার এবং যাহা 'স্বাদু স্বাদু পদে পদে'—সেই নিগমকল্পতরুর অমৃতময় ফলের রসস্বরূপ এই 'লীলা-রস' ভক্ত, ভাবুক এবং রসিকগণ নিরন্তর পান করিয়া হৃদয়ের যত-কিছু কামনা শ্রীভগবানের চরণে অর্পণপূর্ব্বক পরম শান্তি উপভোগ করুন—অনুবাদকের ইহাই অভিলাষ।

এই গ্রন্থকারের কৃত

হর-গৌরী

গদ্য-সাহিত্যের মুকুটমণি। বিবাহের শ্রেষ্ঠ উপহার। শিক্ষা-বিভাগের মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুর কর্তৃক বঙ্গদেশীয় বিদ্যালয় সমূহের গ্রন্থাগারে রক্ষিত হইবার ও পুরস্কার দিবার জন্য অনুমোদিত। (কলিকাতা গেজেট, ২৯।৭।১৯৩৭)। ইহা নির্ভয়ে ছেলে-মেয়েদের হাতে দিয়া কুরুচিপূর্ণ গল্প-পাঠের বিষময় ফল নিবারণ করুন। উৎকৃষ্ট এণ্টিক কাগজে সুন্দর ছাপা, সুদৃশ্য বাঁধাই, মূল্য ॥৶০ আনা; মাশুল স্বতন্ত্র।

অযাচিত অসংখ্য অভিমত-পত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকখানি উদ্ধৃত হইল :—

হিতবাদী— * * * "গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। কবি কালিদাসের "কুমার-সম্ভব" কাব্যাবলম্বনে বাঙ্গালা গদ্যে ইহা লিখিত। "হর-গৌরী" পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। কালিদাসের ভাব-ধারা গদ্যেও সুসংরক্ষিত হইয়াছে, * * * গ্রন্থ পাঠ-কালে কবির সুললিত শ্লোকগুলি স্বতঃই স্মরণপথে উদিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি (লেখক) আধুনিক বাঙ্গালার * * * ব্যাকরণানুমোদিত বাক্যাবলীর সমাবেশ করেন নাই—সেরূপ করিলে ব্রাহ্মণকে অস্পৃশ্য জাতির আসনে নামাইয়া জাতীয়তার শক্তিবৃদ্ধি করা হইত মাত্র। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি যদি সমাদর দেখাইতে হয়, তবে এই শ্রেণীর গ্রন্থই বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হওয়া উচিত।

—১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩।

বঙ্গবাসী— * * * "গ্রন্থকার যে পণ্ডিত এবং সুলেখক, তাহা এই পুস্তকখানি পড়িলেই বুঝা যাইবে। ইহার ভাষা সর্ব্বত্রই সুমার্জ্জিত * * *; ইহা স্কুলে বা কলেজে সাহিত্য-বিষয়ক পাঠ্য-মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য।"

—৪ঠা পৌষ, ১৩৪৩।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক **ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** এম্. এ., ডি. লিট্. মহাশয়ের অভিমত :—

॥ শ্রীঃ ॥ "সুধর্ম্মা", ১৬ সংখ্যক হিন্দুস্থান পার্ক
বালীগঞ্জ ডাকঘর, কলিকাতা।
৩১ অক্টোবর, ১৯৩৬।

শ্রীযুক্ত ভুজঙ্গভূষণ রায় কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ মহাশয়-রচিত "শ্রীশ্রীহর-গৌরী" নামক বইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ভাবে ভবভূতি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকের নাটক ও কাব্যাদির

আধারের উপরে তাঁহার অপূর্ব্ব "সীতার বনবাস" রচনা করিয়াছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থের লেখক সেই আদর্শে মহাকবি কালিদাসের 'কুমার-সম্ভব' কাব্যের আধারের উপরে এই সুন্দর বাঙ্গালা গদ্য কাব্যখানি রচনা করিয়াছেন। ইহাতে কালিদাসের মূল কাব্যের সৌন্দর্য্য মোটেই নষ্ট হয় নাই—অপিচ বেশ সহজ সুখপাঠ্য সাধু বাঙ্গালায় আখ্যানবস্তু কালিদাসের ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হওয়ায়, সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক কালিদাসের মূল কাব্যের সৌন্দর্য্য আস্বাদনে সমর্থ হইবেন। সাধু বাঙ্গালায় একখানি সুন্দর সংসাহিত্য-গ্রন্থ এই ভাবে রচিত হইয়া বাঙ্গালা-ভাষার সম্পৎ বৃদ্ধি করিল। এই বই ছাত্র ও সাধারণ পাঠক—উভয় শ্রেণীরই উপযোগী। আশা করি এই বইএর বহুল প্রচার হইবে। ইতি, ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এবং পালিভাষা ও দর্শনশাস্ত্রের লেক্‌চারার
ডক্টর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্‌. এ, পি-এইচ্‌-ডি.
মহাশয়ের অভিমত—

পণ্ডিতবর শ্রীভুজঙ্গভূষণ রায় কাব্যতীর্থ, সাংখ্যতীর্থ মহাশয় সাহিত্যিক-জগতে সুপরিচিত। তাঁহার 'রাস-রসামৃত' পাঠ করিয়া অনেক ভাগবত-রসিক তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। "হর-গৌরী" নাম দিয়া গ্রন্থকার অমরকবি কালিদাসের রসভাবসমুজ্জ্বল মহাকাব্য 'কুমার-সম্ভবের' আখ্যানভাগ গদ্যাকারে প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। যাঁহারা সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ, তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কালিদাসের কাব্যরস উপভোগ করিতে পারিবেন। গ্রন্থের ভাষা অনবদ্য হইয়াছে। সাহিত্য-রসিক ও কাব্যরস-পিপাসু সহৃদয়-সমাজে ইহার সমাদর হইবে—ইহা আমি নিঃসঙ্কোচে মনে করি। ইতি—

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায়

১১।১০।৩৬ — ১।২ (এ), বৃন্দাবন মল্লিকের লেন, কলিকাতা।

আর. পি. মিত্র এণ্ড সন্‌
৬৩ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

☞ কলিকাতা, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌—গুরুদাস লাইব্রেরী, ৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট্‌—ষ্টুডেণ্টস্‌ লাইব্রেরী, ১৩৩, ক্যানিং ষ্ট্রীট্‌—সর্ব্বমঙ্গলা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার—গ্রেট্‌ ইষ্টার্ণ লাইব্রেরী প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়।